CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 18 April, 2021 ■ আগরতলা, ১৮ এপ্রিল ২০২১ ইং ■ ৪ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মাস্ক পরিধান না করার অপরাধে জরিমানা আদায় করার ঘটনায় শনিবার শহরে জনৈক ব্যক্তির সাথে বিতর্কে লিপ্ত হন অধিকারিক। ছবি নিজস্ব।

করোনা মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য সরকার, তথ্য দিয়ে দাবি

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) ।। করোনা-র প্রকোপ সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা-তেও বেড়ে চলেছে। তাই, পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রস্তুতি এখনই সেরে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। করোনা-র যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত রয়েছে, আজ দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, হাসপাতালে শয্যা, আইসিইউ, অক্সিজেন এবং ভেন্টিলেটর-র পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে রাজ্যে। শুধু তাই নয়, আগামী দিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে ওই আশঙ্কা থেকে চিকিতা-র জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, গত ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৯৩৩। তাদের মধ্যে বর্তমানে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮৩। তবে, সক্রিয় রোগীদের মধ্যে মাত্র ৪৭ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন। বাকি-রা বাড়িতে আইসোলেশন-এ রয়েছেন। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ ৬২ হাজার ৬০৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা পরিস্থিতির গত এক বছরের পরিসংখ্যান তুলে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেন, মাঝে একটা সময় করোনা পুরো নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। কিন্তু, সম্প্রতি পুণরায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাঁর দাবি, ২০২০ এপ্রিল-এ করোনা আক্রান্তের হার ছিল ০.০৬ শতাংশ। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ওই হার বেড়ে হয়েছিল ১১.৮৪ শতাংশ। কিন্তু, অক্টোবর থেকে ২০২১ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আক্রান্তের নিম্নমুখী হয়ে দাড়িয়েছিল ০.৩০ শতাংশ। তবে, ওই হার এখানেই থেমে থাকেনি। ফেব্রুয়ারি থেকে পুণরায় বেড়ে হয়েছিল ০.৪৭ শতাংশ। যা মার্চ-এ বেড়ে ০.৫১ শতাংশ এবং গত ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত আরো বেড়ে হয়েছে ১.৯৭ শতাংশ।

তাঁর দাবি, করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে। কিন্তু, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার সম্পুর্ন ভাবে প্রস্তুত রয়েছে। তিনি বলেন, এই মুহুর্তে জি বি হাসপাতালে চিকিতার জন্য শয্যা ৫০৯টি, ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালে শয্যা ১৭৫টি, তার মধ্যে অক্সিজেন-র ব্যবস্থা রয়েছে ১২১টি, আইসিইউ-তে শয্যা ৫৪টি এবং ভেন্টিলেটর রয়েছে ৩০টি। সাথে তিনি যোগ করেন, শালবাগান স্থিত বিএসএফ-র ডেডিকেটেড কোভিড হেলথ কেয়ার সেন্টার-এ অক্সিজেন-র সুবিধা যুক্ত ১৫০টি শয্যা এবং আইএলএস হাসপাতালে ২০টি শয্যা রয়েছে করোনা আক্রান্তের চিকিতার জন্য।

তিনি জানান, এছাড়াও কোভিড কেয়ার সেন্টার আমবাসা-য় ৫০ শয্যা, এডিনগর স্থিত পিআরটিআই-র নতুন ভবনে ৬৪টি শয্যা এবং আইসোলেশন সেন্টার পিআরটিআই মহিলা হোস্টেল-এ ৫০টি শয্যা অতিরিক্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাঁর দাবি, পরিস্থিতি ভয়ংকর রূপ নিলে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে ২১০০ শয্যা প্রস্তুত করা-র ব্যবস্থা রয়েছে।

তাঁর কথায়, বর্তমানে প্রত্যেক রাজ্যিক হাসপাতাল এবং সিপাহীজলা ও পশ্চিম জেলা বাদে সমস্ত জেলা হাসপাতালে, ২২টি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, ১২টি মহকুমা হাসপাতালে, ১১৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এবং বিমান বন্দর, রেলওয়ে স্টেশন ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট ও চুরাইবাড়ি গেট-এ করোনা-র নমুনা পরীক্ষার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবী জানাল বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। করোনা পরিস্থিতিতে সমস্ত ধরনের পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবী জানাল এসএফআই এবং টিএসইউ। শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই দুই সংগঠনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই দাবী নিয়ে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতির কাছে স্মারকলিপি দেয়া হয়েছে। সংগঠনগুলির দাবী রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি ক্রমেই ভয়াবহ হচ্ছে। তাই কোন ধরনের ঝুঁকি নেয়া সঠিক হবে না। কাজেই পরীক্ষা স্থগিত রাখার দাবী জানাচ্ছে বামপন্থী এই দুই ছাত্র সংগঠন।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সর্বোচ্চ আক্রান্ত, নতুন সংক্রামিত ৫৮জন

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। ত্রিপুরায় বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। ত্রিপুরায় দ্বিতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বাধিক ৫৮ জন করোনা-আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে গত বছরের মতোই করোনা-র তাণ্ডবকে মনে করে দিয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৭৬। কারণ, সাতজন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৭৭৮ এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১, ৩৬৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ২২ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনে ৩৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৫৮ জন নতুন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সাতজন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৭৬ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৩,৯৩৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৩৩,১৩৭ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.১২ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার ৯৭.৭৩ শতাংশ। নতুন করে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু না হওয়ায় মৃতের হার সামান্য কমে হয়েছে ১.১৬ শতাংশ।

সস্ত্রীক করোনা মুক্ত হলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। সস্ত্রীক করোনা-মুক্ত হলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ শনিবার দুজনেরই কোভিড-১৯ রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁরা সুস্থ আছেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী রতনলাল নাথ।

প্রসঙ্গত, গত ৭ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড জ্বর এসেছিল, তাই করোনা-র নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা হয়েছিল। রেপিড অ্যান্টিজেন এবং আরটি-পিসিআর উভয় পরীক্ষায় তাঁর রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। এর পর থেকে তিনি সরকারি বাসভবনে আইসোলেশনে ছিলেন। তাঁর শারীরিক অবস্থার প্রতি নজর রাখার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি টিম গঠন করা হয়েছিল। চিকিৎসায় তিনি দ্রুত সাড়া দিয়েছেন। তবে দুর্বলতা এখনও রয়েছে।

এদিকে, গত ১৪ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেবের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছিল। তার পর থেকে তিনিও বাড়িতে আইসোলেশনে ছিলেন। চার মাসের ব্যবধানে তিনি দ্বিতীয় বার করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ দুজনের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যে এখনই লকডাউন কিংবা নৈশ কারফিউ নয়, জানালেন মন্ত্রী রতনলাল

আগরতলা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। এ মুহূর্তে ত্রিপুরায় লকডাউনের কোনও সম্ভাবনা নেই। শনিবার এ-কথা সাফ জানালেন শিক্ষা ও আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, দেশের অনেক রাজ্য থেকে ত্রিপুরা যথেষ্ট ভালো পরিস্থিতিতে রয়েছে। তাতে শুধু সতর্কতা অবলম্বনই যথেষ্ঠ।

প্রসঙ্গত, দেশে করোনা-র তাণ্ডবে হাহাকার শুরু হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্য আংশিক লকডাউন কিংবা কারফিউয়ের পথে হেঁটেছে। ত্রিপুরায়ও প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের বাড়ছে। ফলে, ত্রিপুরায় সংক্রমণ থামাতে লকডাউন কিংবা কারফিউ দেওয়া নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

আজ শিক্ষামন্ত্রী এ সংক্রান্ত যাবতীয় সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, প্রতিদিন বিকেল চারটায় স্বাস্থ্যসচিব জেকে সিনহা করোনা পরিস্থিতির পর্যালোচনা করছেন। তাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হচ্ছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় মাস্ক অভিযান শুরু হয়েছে। জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে এই অভিযানে শামিল হয়েছে। তাঁর আবেদন, অযথা বাড়ির বাইরে বের হবেন না।

শিক্ষামন্ত্রী এদিন সাফ জানিয়েছেন, এখনই লকডাউন কিংবা নৈশকালীন কারফিউ জারি করার বিষয়ে ত্রিপুরা সরকার চিন্তাভাবনা করেনি। তবে বাজারে ভিড় এড়াতে হবে। করোনা মোকাবিলায় প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে।

আগরতলা পুর এলাকায় করোনার টিকাকরণ। শনিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। গত দুই দিন ধরে পানীয় জল পাচ্ছে না দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ার নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। প্রতিবাদে শনিবার সকাল থেকে পথ অবরোধ করেন এলাকাবাসী।পাম্প অপারেটর এর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে পরিস্রুত পানীয় জল পাচ্ছেন না দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা।

এই অভিযোগ তুলে পাম্প অপারেটরকে অপসারণের দাবি করেন এলাকাবাসী। বিলোনিয়ার নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যরাও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। নেতাজি সুভাষচন্দ্র নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বিলোনিয়া পশ্চিম পাহাড়ের রাস্তা অবরোধে বসেন শনিবার সকালে। এই অবরোধের কারণে দুই দিকের গাড়ি আটক হয়ে যায়। দুই থেকে আড়াই ঘণ্টা ধরে চলে অবরোধ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা সহ পুলিশ।

এছাড়া অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন ডিডব্লিউএস দপ্তরের এসডিও অঞ্জন মজুমদার ও ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের বিডিও ভবেশ চন্দ্র ভদ্র। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে পাম্প অপারেটর হিসেবে নিযুক্ত আছে আশীষ মজুমদার। পাম্প অপারেটর অভিযোগ করেছে তাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে শাসক দলের একাংশ লোকজন এ ধরনের চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন।সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাট মহকুমায় করোনায় মৃত দুই পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৩ লক্ষ টাকা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজ্য সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশিকা অনুসারে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে যারা মারা গেছেন এমন পরিবারে ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কাজ কুমারঘাট মহকুমায় শুরু হয়েছে।ইতিমধ্যেই মহকুমার পেঁচারথল ব্লকের গোবিন্দবাড়িতে করোনা ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রয়াত প্রবীরয় রিয়াং-এর 'স্ত্রী মান্যবতী রিয়াংকে তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তির ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

প্রবীরয় রিয়াং গত ২৬ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখে করোনায় মারা যান। তাছাড়া পেঁচারথল ব্লকের শান্তিপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত বিকাশ দেবনাথের স্ত্রী তাপসী দেবনাথকেও প্রথম কিস্তির ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বিকাশ দেবনাথ গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এই অর্থ চিফ মিনিস্টার্স ডিসক্রিসনারী গ্র্যান্ট থেকে প্রদান করা হয়েছে।

করোনায় মৃতের পরিবারকে সহায়তার জন্য রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মৃতের পরিবারে দ্বিতীয় কিস্তির ৩ লক্ষ টাকা চিফ মিনিস্টার্স ডিসক্রিসনারী গ্র্যান্ট থেকে এবং ত'তীয় কিস্তির ৪ লক্ষ টাকা স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফাণ্ড থেকে দেওয়া হবে। কুমারঘাট মহকুমার মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী এই সংবাদ জানিয়েছেন।

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস বন্ধ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলল প্রদেশ কংগ্রেস। স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিজেপি এবং আইপিএফটি -কে প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। ১০ এপ্রিল নির্বাচনেরষ ফলাফল ঘোষণার পর কংগ্রেস দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হচ্ছে।আর এতে সিপিআইএম এবং বিজেপি ঐক্যবদ্ধ হয়ে হামলা সংঘটিত করছে। সিপিআইএম -কে সাথে নিয়ে বিজেপির এ ধরনের প্রাণঘাতী হামলার তীব্র নিন্দা জানায় প্রদেশ কংগ্রেস।এবং প্রদেশ কংগ্রেস বিজেপিকে সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য সতর্ক করছে। নয়তো প্রদেশ কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনের নামবে। সামাল দিতে পারবে না প্রশাসন। শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস।

পাশাপাশি বর্তমান করোনা পরিস্থিতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে চার অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি নাগরিক আটক করোনায় আক্রান্ত একজন

কৈলাসহর, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। ত্রিপুরায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ জারি রয়েছে। তাতে সীমান্ত অসুরক্ষিত প্রমাণিত হওয়ার সাথে জননিরাপত্তাও ঝুঁকির মুখে বলেই মনে হচ্ছে। কারণ, চার বাংলাদেশিকে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অপরাধে কৈলাসহর মহকুমায় পাইতুরবাজার এলাকায় বিএসএফ আটক করেছে। তাদের মধ্যে একজনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ওই ঘটনা জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে।

শুক্রবার সকালে চার বাংলাদেশি নাগরিক উনকোটি জেলার কৈলাসহরের লাটিয়াপুড়া গ্রামের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে ধর্মনগরে যাওয়ার জন্য পাইতুরবাজার এলাকায় মোটরস্ট্যান্ডে এসে গাড়িতে বসেন। বিএসএফ-এর ২০ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জওয়ানরা গোপন খবরের ভিত্তিতে তাদের পাকড়াও করে কৈলাসহর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

এদিকে, পুলিশি জেরায় তারা জানিয়েছেন, কাজের সন্ধানে বাংলাদেশের মৌলভিবাজারের চারজন ত্রিপুরায় এসেছেন। তাদের কাছ থেকে ভারতীয় মুদ্রা ৮,৫০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই চার বাংলাদেশি নাগরিককে সাহান আলি (২৮), রাজন মিয়াঁ (২৫), নান্টু মিয়াঁ (২৮) এবং আহম্মদ আলি (৩৩) বলে পরিচয় মিলেছে।

আজ ওই চার যুবকের শারীরিক পরীক্ষার জন্য আরজিএম হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। হাসপাতালে চারজনের মধ্যে একজনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। জেলা কোভিড সার্ভেইলেন্স অফিসার ডা. শঙ্খশুভ্র দেবনাথ জানিয়েছেন, করোনা আক্রান্ত বাংলাদেশি নাগরিকের সংস্পর্শে যে পুলিশ কর্মীরা ছিলেন তাঁদের সকলের নমুনা পরীক্ষা করা হবে।

'মহাসংক্রামক' হয়ে উঠছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ

সংক্রমণ রুখতে নৈশ কার্ফু বিভিন্ন রাজ্যে পর্যালোচনা বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.)।। দেশজুড়ে করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের জেরে বিপর্যস্ত গোটা দেশ। দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ভেঙে ফেলছে একের পর এক পুরানো রেকর্ড, সর্বকালীন রেকর্ড গড়ে ভারতে ২.৩৪-লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১,৩৪১ জনের। শনিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারাদিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন মোট ২,৩৪,৬৯২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় সমগ্র দেশে করোনা কেড়ে নিয়েছে ১,৩৪১ জনের প্রাণ। ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ১৬.৭৯-লক্ষের (১১.৫৬ শতাংশ) গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেই সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৫৪ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,২৬,৭১,২২০ জন করোনা-রোগী (৮৭.২৩ শতাংশ)।

দেশে হু হু করে বেড়েই চলেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধির সংখ্যা ১,০৯,৯৯৭ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১,২৩,৩৫৪ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৭৫,৬৪৯ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.২১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১,৩৪১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ২৬,৭১,২২০ জন (৮৭.২৩ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ১,০৯,৯৯৭ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১৬, ৭৯,৭৪০ জন করোনা- রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১১.৫৬ শতাংশ)।

এই অবস্থায় শনিবার রাতে রিভিউ মিটিংয়ে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পর্যালোচনা বৈঠকে দেখা হয় দেশের করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ১৮৪ ◻ ১৮ এপ্রিল ২০২১ ইং ◻ ৪ বৈশাখ ◻ রবিবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

গোটা বিশ্বেই নারীরা অবহেলিত

গোটা বিশ্বেই নারীদের অধিকার অনিশ্চিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নারী অধিকার রক্ষার জন্য আজ থাকলেও সেই আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিয়া নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে। মানব সভ্যতার বিবর্তন ঘটিলেও নারীরা আজও পূর্ণ অধিকার ফিরিয়া পায় নাই। নারীরা আজও ভোগ্যপণ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে। নারীদের শরীর যেন ভোগ্যপণ্য। তাহাদের শরীর আছে, কিন্তু তাহার মালিকানা নাই। অধিকার নাই নিজের শরীর লইয়া সিদ্ধান্ত লইবার, সঙ্গীর সহিত যৌনতা লইয়া পছন্দ-অপছন্দের, গর্ভনিরোধক ব্যবহারের, এমনকি স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণেরও। ২০২১ সালে ইহাই বিশ্বের একাংশের নারী-চিত্র। 'শরীরের উপর মেয়েদের অধিকার' লইয়া রাষ্ট্রপুঞ্জের পপুলেশন ফান্ড-এর (ইউএনএফপিএ) সমীক্ষা দেখাইল, বিশ্বের ৫৭টি উন্নয়নশীল দেশের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক নারীর শরীর পুরুষের শাসনে বন্দি। শরীর ও যৌনতা লইয়া তাঁহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা মূল্যহীন, উপরন্তু ধর্ষণ, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ, বলপূর্বক গর্ভপাত, যৌনাঙ্গছেদন হইতে কুমারীত্বের পরীক্ষায় কিশোরী হইতে প্রাপ্তবয়স্কা নারীর শরীরের অধিকার মুহুর্মুহু লঙ্ঘিত। দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলিতে এই অধিকারভঙ্গ সর্বাপেক্ষা প্রকট, কোনও কোনও দেশে নিজ শরীরের অধিকার লইয়া মুখ খুলেন মাত্র ১০ শতাংশ নারী।

পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিটি স্তরে প্রোথিত পুরুষতন্ত্র ও লিঙ্গবৈষম্যই যে ইহার জন্য দায়ী, বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এই বিভেদতন্ত্রই নারীকে 'দুর্বল' ও নারীশরীরকে 'রক্ষণীয়' বলিয়া নিদান দেয়, সেই অছিলায় নারীশরীরকে পুরুষের অধিকৃত সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস ও প্রচার করে। ইউএনএফপিএ-র আধিকারিক বলিয়াছেন, শৈশবাবস্থার দোলনা হইতেই নারী লিঙ্গবৈষম্যের শিকার। বড় হইয়া উঠিবার প্রতিটি স্তরে সমাজ তাঁহার শরীর লইয়া আলোচনা-সমালোচনায় মুখর; পোশাক, প্রসাধন-সহ সার্বিক বহিরঙ্গই যেন তাঁহার চরিত্র-বিচারের মাপকাঠি। সমাজমন হইতে রাষ্ট্রব্যবস্থা সর্বত্র ছড়াইয়া পড়া এহেন লিঙ্গবৈষম্যের জলহাওয়াতেই ক্ষমতার অসাম্য বাড়িয়া উঠে, তাহাই ক্রমে নারীকে বুঝায়: তাঁহার শরীর আসলে একটা মস্ত দায়, বিড়ম্বনা তাহা লইয়া সিদ্ধান্তের দায়ভার অন্যের, পুরুষের। বুঝায়: তাঁহার শরীরসুখ পুরুষের দ্বারা চালিত, গর্ভ ধারণ বা মোচনও পুরুষনির্দিষ্ট, শরীরযন্ত্রণা প্রায়শই 'স্ত্রীরোগ'-এর আখ্যায় উপহসিত, চিকিৎসার জন্য ঘরের বাহিরে যাওয়া যাইবে কি না সেই সিদ্ধান্তের অধিকারও তাঁহার নিজের নহে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সমীক্ষা কিন্তু কেবল এই অসাম্যই দেখায় নাই। রাষ্ট্রের আইন ও বিচারব্যবস্থা এই অসাম্য রোধে কতটা সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয়, তাহাও বুঝাইয়াছে। সমীক্ষার ৫৭টি রাষ্ট্রের মধ্যে কুড়িটিতে বহাল ধর্ষককে বিবাহ করিবার আইন ধর্ষকের কঠোর শাস্তি এড়াইবার জন্য রাষ্ট্রের বাছিয়া দেওয়া পন্থা। ৪৩টি রাষ্ট্রে বৈবাহিক ধর্ষণ সংক্রান্ত কোনও আইনই নাই। ৩০টিরও বেশি রাষ্ট্র নারীর ঘরের বাহিরে ঘোরাফেরায় বাধা দিয়া থাকে। প্রায় ৩০ শতাংশ দেশে এখনও মাতৃত্বকালীন পরিচর্যার অভাব, ২৫ শতাংশ দেশে নারীর গর্ভনিরোধকের সুব্যবস্থা নাই। নারীর সাংবিধানিক সমানাধিকার প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত, কিন্তু বাস্তবে এক জন পুরুষ যেখানে সম্পূর্ণ আইনি অধিকার ভোগ করিতেছেন, নারী সেখানে পাইতেছেন ৭৫ শতাংশ। নারীশরীরের সহমর্মী আইন প্রণয়নের সহিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যোগ নাই, কম্বোডিয়া, মোজাম্বিকের ন্যায় তথাকথিত 'দরিদ্র' দেশও নারী-পুরুষের যৌন জীবন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সমানাধিকার নিশ্চিত করিতে পদক্ষেপ করিয়াছে। বাকি দেশগুলিতে নারীরা নিতান্ত 'অশরীরী'।

৩,০৭০ বেড়ে ৩.৬৯-লক্ষাধিক মৃত্যু, ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখীই

রিও ডি জেনেইরো, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ৩ হাজার ৭০ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৬,২৪৯ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ব্রাজিলে নতুন করে ৩ হাজার ০৭০ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ০২৪-তে পৌঁছেছে।

করোনা-সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ব্রাজিলে। ব্রাজিলের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সারা দিনে ব্রাজিলে নতুন করে ৭৬,২৪৯ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৩,৮৩৪,৩৪২ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১২,২৯৮,৮৬৩ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৬৬,৪৫৫ জন।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা, কামারহাটিতে সকালেই ভোট দিলেন মদন মিত্র

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে পূজার্চনা করার পর সকাল সকাল নিজের ভোট দিলেন কামারহাটি বিধানসভা আসনের তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। শনিবার সকালে একেবারে খোশমেজাজে দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে পৌঁছে যান মদন মিত্র, মা কালীর পুজো দেওয়ার পর মদন মিত্র সোজা চলে যান ভোট দিতে। কামারহাটির একটি পোলিং বুথে গিয়ে মদন মিত্র নিজের ভোট দিয়েছেন। ভোটের সকালে দক্ষিণশ্বর মন্দিরে পুজো দেওয়া প্রসঙ্গে মদন মিত্র বলেছেন, 'আমি বরাবর এখানে পুজো দিই। মানসিক জোর পাই।"

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিজেপিকে আক্রমণ করে মদন মিত্র এদিন বলেছেন, 'তোদের হাতে বোমের ডালা, আমাদের হাতে ঠাকুরের ডালা। বিজেপি বোমা মারতে এলে বলব, সবাই সরে দাঁড়ান, এখন বিজেপি বোমা মারবে।""" কামারহাটিতে জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী মদন মিত্র বলেছেন, 'এটা আমার জায়গা, আমি আত্মবিশ্বাসী।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

প্রতীকী কুম্ভমেলার আর্জি মোদীর, মান্যতা স্বামী অবধেশানন্দ গিরির

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-আবহে চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে কুম্ভমেলা। উদ্বেগ বাড়িয়েছে কুম্ভের শাহি স্নান। করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে "প্রতীকী" কুম্ভমেলা করার আর্জি জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর সেই অনুরোধকে সম্মানও জানিয়েছেন জুনা আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি। শনিবার স্বামী অবধেশানন্দ গিরির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বামী অবধেশানন্দ গিরিকে প্রধানমন্ত্রী অনুরোধ করেছেন, কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতিতে "প্রতীকী" হওয়া উচিত কুম্ভমেলা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে জানিয়েছেন, 'শনিবার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরিজির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। সমস্ত সন্তদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। প্রশাসনকে সবরকম সহযোগিতা করছেন সন্তরা। সন্ত জগতের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি। আমি অনুরোধ করেছি, দু"টি শাহি স্নান সম্পন্ন হয়েছে, তাই করোনা সঙ্কটের প্রেক্ষিতে প্রতীকী হওয়া উচিত কুম্ভমেলা।'

প্রধানমন্ত্রী অনুরোধকে সম্মান জানিয়েছেন আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার পর টুইট করে আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধকে আমরা সম্মান জানাই। কোভিড পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রচুর সংখ্যক মানুষ স্নান করতে না আসার জন্য ও নিয়ম মেনে চলার জন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি।'

আবেগ নিয়ন্ত্রণঃ সুস্থ শরীর ও মন

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

আবেগ আসলে কী?

মনোজ্ঞ আলোচনার এক সান্ধ্য অনুষ্ঠান। আলোচনার বিষয়বস্তু শিশু রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রকাব্যে শিশু। রবিঠাকুর শৈশবে মা'কে হারিয়েছিলেন, সেদিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানের বক্তাও শৈশবে মাতহারা। শৈশবে মাতৃবিয়োগের ব্যখ্যা ব্যক্ত করতে গিযে, বক্তা অশ্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "আমারও মা নেই"। বক্তৃতার শেষে উদ্যোক্তাদের একজন বক্তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এত ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন কেন? এখন প্রশ্ন, আমরা "ইমেশন বা আবেগ" বলতে কী বুঝি এবং ব্যাপারটা আসলে কী? আবেগ আমাদের শরীর, মন ও মস্তিষ্কের কোনও বিশেষ অবস্থা? কখন, কী অবস্থায় আমাদের মনে আবেগের সঞ্চার হয়? আবেগের তুলনায় আমাদের মনোজগতের কোনও অংশই আমাদের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ এবং অভিপ্রায় থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আবেগ আমাদের বেঁচে থাকাকে সার্থক করে এবং আমাদের জীবনের অন্তিম পরিণতির মূল্যেও অনেক সময় আমাদের আবেগ। আবেগের তাড়নায় আমরা ভালোমন্দ অনেক কিছুই করি। স্মার্টফোনের আবদার করে মায়ের কাছে প্রচন্ড বকুনি খেয়ে না পাওয়ার বেদনার আবেগে অল্পবয়সী কোনও মেয়ে পাচতলার ব্যালকনি থেকে ঝাপ দিতে পারে। আবার টিমকে ফাইনালে জেতাতেই হবে এই অভিপ্রায়ের আবেগে আপ্লুত হয়ে বন্ম নম্বরে ব্যাট করতে এসে কোনও খেলোয়াড় মরিয়া হয়ে আশাতীতভাবে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের শিরোপা পেতে পারে। বিবর্তনের আলোকে আবেগ চার্লস ডারউইন তার বিখ্যাত বই 'দ্য এক্সপ্রেশন অব দ্য ইমোশনস ইনম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যালস' (১৮৭২)-এ বলেছেন যে, আবেগের কিছু অভিব্যক্তি (একাপ্রেশন) সর্বজনীন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে। ডারউইনের মনে এই প্রশ্নও জেগেছিল যে অমানব প্রাণীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কিছু অভিব্যক্তির মুখভঙ্গী বা মুখের ভাব একই সাধারণ পূর্বপুরুষের থেকে উদ্ভূত। ডারউইনের অন্তুক্তি হয়েছিল আচরণগত ঘটনাবলী-ত্ত বিভিন্ন না রর

যে খমগুলের পেশি এবং সেই মতো সয়ুসংস্থান। বিশ্বাস করতেন যে, মুখমণ্ডলের পেশী একমাত্র নি কিন্তু ডারউইন বিশেষভাবে বলেন যে, মানুষের পেশীর মতো একই ধরনের পেশী অ-মানব প্রাইমেটদের মধ্যেও আছে। এবং দেখা যায় অ-মানব প্রাইমেটরাও মানুষের মতো ১. ভয়ে বা বিস্ময়ে মুখ খিচতে পারে, ২. রাগে টান টান মুখ, অথবা ৩. হাসিমুখের ভঙ্গি করতে পারে। এবং সমস্ত প্রাইমেটদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও আবেহগের বিশেষ কোনও প্রকাশভঙ্গী একই রকমের হতে পারে।

এখন প্রশ্ন, আবেগ এবং তার প্রকাশ ব্যক্তিবিশেষকে বেঁচে থাকতে এবং প্রজনন কার্যে কীভাবে সহায়তা করতে পারে? ডারউইনের মতে, মুখভঙ্গিমা এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি, মা এবং তার সন্তানের মধ্যে এক নিবিড় যোগসূত্র। মায়ের হাসি সন্তানের কাজে সম্মতিসূচক, সঠিক কাজে সায়; অপরদিকে মায়ের ভ্রাকুটি ব্যক্ত করে মায়ের অসম্মতি এবং সন্তানকে নিবৃত্ত করে অসমীচীন কাজে। কারও মুখের ভাবে আমরা আমাদের দুঃখে সহানুভূতির চিহ্ন দেখতে পাই, আমাদের মনের দুঃখকন্ট, লাঘব হয়। পারস্পরিক ভাব ও অনুভূতি দৃঢ় হয়। মুখের কথা অনেক সময় মিথ্যা ও সাজানো হতে পারে, কিন্তু মুখের ভাব সত্যিটাই প্রকাশ করে। রাত্রিবেলা অন্ধকার পথে আমরা প্রায়শই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগে থাকি অতর্কিত আক্রমণের আশংকায়, যার উত্তব প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন আমদের আদিম পূর্বপুরুষরা বনে জঙ্গলে আতঙ্কিত হয়ে থাকত বন্যপ্রাণীরা অকস্মাৎ আক্রমণের ভয়ে বিবর্তনের ধারা বয়ে আজও সেই ভয় আমাদের সন্ত্রস্ত করে। আমাদের সাবধানমূলক আবেগের অভিব্যক্তি আমাদের সেই ভয় হতে মুক্ত করে। তা ছাড়াও আবেগের প্রকাশের মাধ্যমে উপযুক্ত এবং মনোমত সঙ্গী-সঙ্গিনী নির্বাচনে সহায়তা করে যার ফলে এবং প্রজনন সফল এবং সার্থক হয়।

আবেগ জৈবপ্রবণতা প্রসূত মনে করা হয় জীবের বিবর্তনের ফলে আবেগের উদ্ভব। প্রভাবিত কার্যক্রম বা ক্রিয়াকর্মের (ত্যাফেবেড প্রোগ্রামস) সাথে জড়িত আবেগগুলি নির্বাচিত হয়েছিল প্রকৃতির দ্বারা, কারণ সেগুলি আমাদের আদিম পূর্বপুরুষদের প্রাগৈতিহাসিক সমস্যাগুলোর যথাযথ সমাধানের পক্ষে অনুকূল ছিল। আমাদের আদিম পূর্বপুরুষরা তাদের বংশানুগুলিকে সাফল্যের সাথে সংক্রমিত করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ তারা পারিপার্মিক অবস্থা সংক্রান্ত ছইকোলজিক্যাল) বিশেষ সমস্যাগুলো সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিল। সেক্ষেত্রে নিম্নলিতি বিষয়গুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ

১, উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় এবং বাসস্থানের সংস্থান,
২. প্রজননে সহায়তা করার জন্য উপযুক্ত যৌনসঙ্গী-সঙ্গিনী,
৩. সন্তানসন্ততি, বংশধরদের উপযুক্ত নিরাপত্তা ও প্রতিপালন,
৪. বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া,
৫. প্রাণহানির আশংকামূলক ঘটনাবলীর থেকে পালানোর ক্ষমতা প্রভৃতি।

এই সমস্ত ঘটনা গঠনের রূপ পায় আবেগের মধ্য দিয়ে। এই জৈবপ্রবণতা সংক্রান্ত ঘটনাগুলির যথাযথ সমাধানের জন্য উপযুক্ত পথ এবং উপায় প্রকৃতি আমাদের পূর্বপুরুষদের জন্য সঠিকভাবে নির্বাচিত করেছিল, যাতে তাদের বংশানুগুলো বংশানুক্রমে সাফল্যের সাথে পরের প্রজন্মের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আবেগ সংক্রান্ত ধারণা আবেগকে বিবেচনা করা হয় কোনও অর্থপূর্ণ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত এবং জটিল সাড়া বা প্রতিবেদ। আবার এই জটিল সাড়া বা রেসপসগুলি বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত (যেমন, শরীরসংস্ত, আচরণগত ইত্যাদি) যেগুলি কখনও কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম। এদের স্বাধীনভাবে কাজ অথবা সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজের প্রণালী এবং মাত্রা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়য়। অনেক সময় এই উপাদানগুলি যৌথভাবে কোনও বিশেষ কার্য সম্পাদন করে। কারণ আবেগ আমাদের কোনও বিশেষ কাজের প্রবণতাকে প্রবুদ্ধ করে। যেমন, ভয় পেলে আমাদের আবেগ আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে উদ্বুদ্ধ করে পরিস্থিতি বুঝে পালাবো না লড়ে যাবো (ফাইট অর ফ্লাইট) ফলে আমাদের শরীরে সেই অনুযায়ী বিপাক ক্রিয়ার সূচনা হয়, যা আমাদের ওই পরিস্থিতি অনুযায়ী মোকাবিলা করার জন্য আমাদের চাগিয়ে তোলে (এরাওজাল প্রসেস)। যেমন, যখন খুব ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন হয় তখন আমাদের শরীর বেশিমাত্রায় এড্রনালিন (এপিনেফ্রাইনও বলা হয়) হরমোনের ক্ষরণের ব্যবস্থা করে, যা ব্যক্তিবিশেষকে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য জোগায়। সুতরাং আবেগ হল কার্যক্রমের মূর্তরূপ (এন্বডিড প্রসেস) যেগুলি সাধারণত শারীরসংক্রান্ত বিষয় এবং জ্ঞানাত্মক ও আচরণগত বিষয়ের উপর নির্ভর করে। মনে করা হয় আবেগের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অংশগুলি প্রকৃতি প্রদত্ত কিন্তু এই বিষয়গুলি শিক্ষণ ও চেষ্টা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হযে ঘষে মেজে মার্জিত, শালীনতা এবং সংযত ভাবের রূপ দেওয়া যায়। যেমন, অভিজাত পরিবারে, বিশেষ করে রাজকীয় পরিবারে শোক বা আনন্দেন প্রকাশে কোনওরকম আতিশয্য বা উচ্ছ্বাস প্রকট হয়ে ওঠে না। তাঁদের সবকিছুই খুব সংযত এবং মাপা। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'দ্য স্টিফ আপার লিপ' অর্থাৎ শোব বা আনন্দ তা যত গভীরই হোক না কেন, খুব সংগঠতভাবে তার প্রকাশ অর্থাৎ আবেগর নিয়ন্ত্রণ । আমাদের একটি মৌলিক ধারণা, আবেগ হল বংশানুগতভাবে সংকতেলিপিবদ্ধ (জেনেটিক্যালি এনকোডেড) প্রণালী, যা নাকি সক্রিয় বা চালু করা যায় কোনও বস্তু বা ঘটনার দ্বারা, যেগুলি জৈবাক্রিয়াসংক্রান্ত এবং বিবর্ত সংক্রান্ত সচেতনতার দিক থেকে প্রাসঙ্গিক। এই ধারণার সপক্ষে দেখা যায় অনেক প্রাণার মধ্যে কোনও কোনও উত্তেজক স্বতস্ফৃত আবেগের প্রকাশকে স্ফুরণ করে। সুতরাং ইদুরদের বেড়ালকে ভয় পাওয়া বা করাটা শেখাতে হয় না। বিড়ালের গায়ের গন্ধ পেলেই তাদের মধ্যে ভয়ের একটা আবেগ সঞ্চারিত হয়, এমনকি ইদুরগুলিকে যদি পরীক্ষাগারে এমনভাবে লালনপালন করা হয় যে জন্মাবধি তারা কোনওদিন বিড়ালের সংস্পর্শে আসা দূরে থাক, বিড়াল চোখেও দেখেনি, তবুও। ঠিক তেমনই কোনও বাঁদর যদি কোনও বয়স্ক বাদরকে সাপ দেখে ভয় পেতে দেখে তাহলে সেও সাপকে দেখে ভয় পাবে। যদিও একগুচ্ছ ফুলকে ভয় পেতে দেখে ফুলের প্রতি ভীতি জন্মাবে না। এই বিশেষ ঘটনাগুলি প্রমাণ করে এগুলি একটা নির্বাচিত বিশেষ শিক্ষার (সিলেকটেড লার্নিং) অঙ্গ যার ফলে ভয়ের অনুভূতিটা খুব সহজেই শিক্ষা হয় জৈবপ্রবণতা সংক্রান্ত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কোনও উত্তেজেকের (সাপ) ক্ষেত্রে তুলনায় কম প্রাসঙ্গিক কোনও উত্তেজকের (ফুল) ক্ষেত্রে হয় না। সেই জন্যই দেখা যায় মাকড়সা, বিস্তীর্ম ফীকা জায়গা, হঠাৎ কান ফাটানো বিকট আওয়াজ, গভীর খাদ প্রভৃতি মানুষের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। যদিও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এইসবের কচিৎ কদাচিৎ সম্মুখীন হয়েছি। তা সত্বেও এইসবের প্রতি আমাদের ভীতিটা খুব সাধারণ এবং প্রচলিত, যদিও বন্দুক, ছুরি, অথবা গাড়ি প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমাদের ভীতিটা অনেক কম অথচ এই বিষয়গুলির সাথে আমাদের পরিচিতিটা অনেক

বেশি এবং আমাদের ক্ষেত্রে এইগুলি খুবই বিপদের সম্ভাবনা যুক্ত। শুধু তাই নয়, এদের থেকে আমাদের প্রায়ই বিপদও ঘটে থাকে। অর্থাৎ বিবর্তন আমাদের বিভিন্নরকমের স্বতস্ফুর্ত সাড়া বা প্রতিবেদের ব্যবস্থা করেছে সেইসব বস্ত বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের আদিমকাল প্রায়ই মোকাবিলা করতে হত এবং তাদের কাছে হয় ভীতির ব্যাপার, নয়তো সুবিধাজনক ব্যাপার ছিল। এবং বিবর্তন সেইসবের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আবেগের জন্য আমাদের প্রস্তুত করেছে। সেই একই উত্তেজকগুলি আজও রয়েছে আমাদের আবেগের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে। আমাদের আদিম পূর্বপু রুষরা কোনওদিন গাড়ি, বন্দুক, চপার প্রভৃতির মুখোমুখি হননি, সুতরাং এইসব জিনিসের ব্যাপারে তাদের ভয়ের কোনও অনুভূতিই নেই, তাই বিবর্তনপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইসব বিষয়ে ভয় বা ভীতি আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়নি। তাই আজও আমরা রজ্জুকে সর্প্পণ" করেও ভয়ে জীতকে উঠি। অথচ বন্দুক দেখে নয়। আরও দেখা গিয়েছ আবেগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রূপ বা রকম যেমন, ক্রোধ, ভয়, সুখ, দুঃখবোধ, বীতশ্রদ্ধা প্রভৃতি কোনও বিশেষ মুখভঙ্গিমার সাথে জড়িত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তারা একই রূপে স্বীকৃত। কোনও মানুষ রেগে আছে কিনা, সেটা জানা বা বোঝার জন্য তার ভাষা জানার প্রয়োজন নেই, তীর মুখের ভাব-ভঙ্গীই যথেষ্ট। শুধু তাই নয়, শুধু মানুষ কেন অনেক প্রজাতির প্রাণীর মধ্যেই আবেগের আচরণগত এবং মুখের ভাবের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

আবেগ: জীববিজ্ঞীনে

জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের আবেগঘটিত ব্যবস্থা বা প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে বাহ্যিক জগৎ এবং সামাজিক জগতের জটিলতার মধ্য দিয়ে কোনও প্রাণীর চলার পথকে সহজ এবং সুগম করতে। আবেগের মূল কাজ শরীরের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মগুলির, যেমন চেষ্টীয় প্রণালী (মোটর সিস্টেম) যা আমাদের নড়নচড়ন, সঞ্চরণকে নিয়ন্ত্রণ করে, শারীরিক ক্ষমতা বা শক্তির মাত্রা, শারীরসংক্রান্ত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া এবং জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতির মধ্যে এক দ্রুত এবং সুসংগঠিত সমন্বয় সাধন করা। অতএব কোনও প্রাণী যদি তার সামনে কোনও শিকারী প্রাণীকে দেখে তৎক্ষণাৎ সে প্রাণীটির গতিবিধি এবং পারিপার্থিক অবস্থানে বিপদের কোনও আশংকা বা চিহ্ন আছে কিনা, এবং পালানোর কোনও উপায় আছে কিনা, সেটা ভেবেচিন্তে সঠিক উপায় বা পথ খুঁজে বার করবে। একই সাথে সে শরীরের সমস্ত সংগতিকে চালিত করবে দ্রুত সমস্যাগুলো আমাদের আদম পৃবপুরুষদের কাছে সাধারণ এবং স্বাভাবক ছল। অপরদিকে আবেগ হচ্ছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সুসংগঠিত সমন্বয় বিভিন্ন তাৎক্ষণিক এবং অত্যন্ত জরুরি সমস্যাগুলোর যথোপযুক্ত সমাধান করার জন্য। আবেগকে সাধারণত বিবেচনা করা হয়, একটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহক ঘটনা, যার নির্দিষ্ট কোনও গুরুত্ব আছে কোনও প্রাণীর কাছে এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই প্রাণীর স্বতন্ত্র এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সাড়া বা প্রতিবেদ। সুতরাং কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুভব বা উপলব্ধি করা অথবা কোনও ঘটনা বা পরিস্থিতির উদ্দেশ্য বা অভিপরায়ের মূল্যায়ন করা আবেগের একটি সুখ্য উপাদান। এবং এই শ্রতিবেদ বা সাড়া (রেসপন)গুলি বাচিক (ভারবাল), শারীরিক (ফিজিওলজিক্যাল), আচরণগত (বিহেভিওর্যাল) এবং স্নায়বিক (নিউর্যাল) হতে পারে।

আবেগের ক্ষেত্রে বংশানুর (জিনস) প্রভাব সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আবেগের প্রেরণা ও অবদান খুবই উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আবেগ আমাদের মূল শারীরক্রিয়া, বিশেষ করে পীড়ন বা প্রণালী (স্ট্রেস সিস্টেম)-র সাথে সরাসরি যুক্ত। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ আবেগগুলি পীড়ন-প্রশমনকারী যৌগগুলোর সাথে যুক্ত, অক্সিটোসিন-সহযোগী ব্যবস্থার সাহায্যে, যা নাকি সামাজিক সম্পর্ক ও বন্ধনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আবেগজাত পরিবেশের প্রভাব (ফেনোটাইপ) মানসিক গঠনকে (টেম্পারমেন্ট) প্রভাবিত করে সামাজিক যোগসূত্রগুলিকে এবং জটিল সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের উপযুক্ততাকে যাচাই করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত হয় বংশানুদের দ্বারা এবং তারা নিরবিচ্ছিনাবে সংক্রমিত হয় পুরুষানুক্রমে। বংশানুর উপাদান ডিএনএ এবং এই ডিএনএর অথুক্রমের (সিকোয়েস) মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে আমাদের শারীরিক, মানসিক সমস্ত ক্রিয়াকর্মের উপাখ্যান এবং সমস্ত পোটিনের বুপরিন্ট, যে প্রোটিনের সমন্বয়ে এবং সংযোগে আমাদের সমস্ত কোষ এবং শরীর তৈরি অর্থাৎ আমাদের জীবনের ব্লুপ্রিন্ট। আজ থেকে ৬০ লক্ষ বছর আগে জীবের বিবর্তনের পথে মানুষ এবং শিম্পাজি পৃথক হয়ে দুটি ভিন্ন ধারঅয় চলতে শুরু করে এবং সেই অবস্থায় মোট বংশানুগত উপাদানের (জেনেটিক) মেটেরিয়াল) মাত্র ১.২ শতাংশ পরিবর্তিত হয়। ফলে প্রত্যেকটি বিষয় যা আমদের শিম্পাঞ্জিদের থেকে পৃথক করেছে তাদে সমস্তই, এমনকি আমাদের আচর-আচরণ এবং ব্যবহার সংকেতবদ্ধ (এনকোডেড) হয়ে আছে জিএনএ-র ওইটুকু ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে। একজাতের ছোট ইঁদুরের মতো দেখতে বৃক্ষভোজী প্রাণীদের (ভোল) ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সামান্য এক বংশানুগত পার্থক্য---একটি ভেসোপ্রেসিন গ্রাহক (ভেসোপেসিন রিসেপ্টর) বংশানুতে বিরাট প্রভেদের সৃষ্টি করে---প্রজাতিগত পার্থক্য--- সামাজিক সংগঠন এবং প্রজননের ক্ষেত্রে। আচারণগত প্রভেদের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে 'ফকস প ২' বংশানু, যা নাকি বাচিক এবং ভাষা সংক্রান্ত মস্তিষ্কের স্নায়বিক বর্তনীয় (ড়ির্যাল সার্কিটরি) অন্তর্গত। মানুষের মধ্যে এর বর্তমান গঠনটি শিম্পাঞ্জিদের থেকে পৃথক মাত্র তিনটি পরিব্যক্তির (মিউটেশন) দ্বারা এবং প্রায় ২ লক্ষ বছর ধরে এই বংশানটির অস্তিত্ব। বংশানুতে এই পরিব্যাক্তির ফলেই মানুষ কথা বলতে পারে, কিন্তু শিম্পাঞ্জিরা পাবে না। এবং বংশানুগত এই পরিব্যাক্তি আধুনিক মানুষের উদ্ভবের সাথে সাথেই ঘটেছে। কথা বলার ক্ষমতা, ভাষা এবং সামাজিক জীবন এবং সংগঠন প্রভৃতি সবই আমাদের আবেগের মূলে। তাই আমাদের আবেগও একাধিক বংশানুর প্রকাশের (জিন এক্সপ্রেশন) ফল। মানুষের আচরণ ও ব্যবহারের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেগের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবেগজনিত উত্তেজনার কার্যকারীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণালীসমূহের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রভেদের ফলে আবেগের প্রকাশের পার্থক্য ঘটে। আবেগের ক্ষেত্রে পাঁচটি বংশানুর প্রভাব এবং তাদের বংশগত উদ্ভব পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। যথাক্রমে, ক্যাটেকল ও মিথাইল ট্র্যারেজ (সিওএমটি), সেরটোনিন ট্রাঙ্গপোর্টার (এসএলসি৬এ৪), নিউরোপেপটাইড ওয়াই (এনপিওয়াই) একটি গুকোকর্টিকয়েড রিসেপটর-- নিয়ন্ত্রক কো-চাপেরন যা পীড়ন (স্ট্রেস) সংক্রান্ত প্রোটিন (এফকেবিপি-৫) এবং পিটুইটারি এডেনাইলেট সাইক্লেজ-- ত্যাক্তিভেটিং পলিপেপটাইড বি. ে স পট ব. (এডিসিওয়াইএপি১আর১)। এই বংশানুণডলোর প্রভাবের প্রতিক্রিয়ার ফলে আবেগের প্রকাশের উপর বিভিন্ন রকমের প্রভাব বিস্তার হ্য। তাছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উপাদান, যেমন পীড়ন, বংশানুগুলির প্রতিক্রিয়াকে প্রভাবিত ওরকমফের এবং রূপান্তর করতে সক্ষম। আবেগের নিয়ন্ত্রণ আমাদের অনেকের চোখের সামনে যখন নিদারুণ কোনও দুর্ঘটনা ঘটে, আমরা হতবুদ্ধি হয়ে আবেগে উদ্বেলিত হয়ে সেটা প্রকাশ করি আবার আমাদের মধ্যে কেউ তার আবেগকে খুব সংযতভাবে প্রকাশ করেন। কান্ত কবি রজনীকান্ত সেন যখন তার পুত্রের মৃত্যু হয়, তখন তিনি একবার এসে শান্তভাবে তার মৃত সন্তানকে দেখে যান, তারপর তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশেষে দেখা গেল তিনি বাড়ির ছাদের এক কোণে বসে কবিতা লিখছেন। তিনি তার আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে তার গভীর রূপ দিয়েছেন কবিতার মাধ্যমে। আবেগের নিয়ন্ত্রণ হল একগুচ প্রণলী, যা আবেগের প্রতিক্রিয়াগুলির মাত্রা ও গুরুত্বের বৃদ্ধ, প্রশমন, অবদমন এবং ধরে রাখা প্রভৃতির কাজ করে। শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে বাহিক ক্রিয়া আবেগের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কাজ করে। পিতামাতা এবং স্কুল শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকেন অল্পবয়সীদের এবং ছাত্রছাত্রীদের আবেগের নিয়ন্ত্রণের (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অবদমনের ব্যাপারে) বিষয়ে শিক্ষা দিতে। যখন কোনও শিশু কোনও ঘটনার উদ্রেক বা যন্ত্রণার প্রেজ্জিত কেদে ওঠে তখন তার ক্রন্দন এবং আবেগকে প্রশমিত করা বা নিয়ন্ত্রণ

করার জন্য মা বা পরিচারিকা তাকে কোলে নিয়ে আদর করে তাকে শান্ত করে। শৈশব থেকে যখন কোনও শিশু বেড়ে ওঠে সে নিজেই নিজের আবেগের উদ্রেকের এবং আগেজনিত সাড়াগুলোর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা শিক্ষা করে এবং লাভ করে অন্যের উপর নির্ভর না করেই। বয়স্কদের ক্ষেত্রে আবার দেখা গিয়েছে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর আবেগজনিত প্রতিক্রিয়াগুলো অবদমিত, শান্ত করা বা ধরে রাখা প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে। সচেতন অবস্থায় যেমন আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার অনেক উপায় বা পদ্ধতি আছে, তেমনই অচেতন অবস্থায়ও অনেক প্রকার উপায় আছে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আবেগ আপনাআপনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশমিত হয়ে যায়। কোনও শিশু কাদতে কাদতে ঘুমিয়ে পড়ে। আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার পাঁচটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া সনাক্ত করা গিয়েছে, যেমন ১. অবস্থার নির্বাচন প্রণালী, ২. অবস্থার সংপরিবর্তন (মডিফিকেশন) প্রণালী, ৩. মনোসংযোগজনি নিয়োজন প্রণালী (অ্যাটেনশন ডেভেলপমেন্ট প্রসেস), ৪. জ্ঞানাত্বক পরিবর্তন কেগনিটিভ চেঞ্জ) এবং ৫. সাড়া বা প্রতিবেদের রূপান্তর পরক্রিয়া। উদ্রেকের (এপ্রাইজালস) ফলে কোনও আবেগের সাড়া বা প্রতিবেদের (রেসপন্স) আবির্ভাবের পূর্বেই এই প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে চারটির একটি সংযোগ ঘটে। এবং তাকে বলা হয় ঘটনা-লক্ষিত পরিকল্পনা (অ্যান্টিসিডেন্ট ফোকাসভ সরাটেজিস)। অপরদিকে সাড়া বা প্রতিবেদের প্রক্রিয়াগুলি হল সেইরকম আবেগ নিয়ন্ত্রণ প্রণালী, যাদের আবির্ভাব হয় একটি সাড়া বা প্রতিবেদ তৈরি হওয়ার পরে। নিয়ন্ত্রণের প্রথম চারটি প্রক্রিয়াকে অন্তর্ভূক্ত করা যায় প্রথম বিভাগে এবং বাকিদের দ্বিতীয় বিভাগে। আবেগের নিয়ন্ত্রণ আমাদের জীবনে অবশ্য পালনীয় একটি ধর্ম এবং সবর্ত্তোম একটি গুণ। আবেগের উতকট প্রকাশ আমাদের শারীকি ও মানসিক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। হৃদযন্ত্রের বৈকল্য, সায়বিক দৌর্বল্য, উচ্চ রক্তচাপ এবং আরও অনেক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক ও পারিবারিক সংকট দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিজীবন ও কর্মভীবন বিষময় হয়ে উঠতে পারে। আবেগের বংশানুগত নিয়ন্ত্রণ (জেনেটিক্স অব ইমোশন রেগুলেশন) আবেগের বংশানুগত (জেনেটিক) নিয়ন্ত্রণের ব্যাপরে মূলত ৫-এইচটিটি এবং সিওএমটি, এই বংশানু দুটির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদিও অন্যান্য বংশানুর প্রভাবকেও অস্বীকার করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ট্রিপ্টাফ্যান হাইড্রক্সিলেস-২ (দিই বংশানুটি ক্রোধ/ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের মুখভঙ্গির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। আবার আতঙ্কের আবেগের মূলেও এই বংশনুটি রী বলে বিশ্বাস করা হয়। নেতিবাচক উতকেরকারমের জন্য নিউরোপেপটাইড ওয়াই (এনপিওয়াই)-কে দায়ী করা হয়। পরিশেষে অক্সিটোসিন গ্রাহক পলিমরফিজম (অক্সিটোসিন রিসেপটরপলিমরফিজম)-কে আবেগ এবং র মধ্যে সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের মূলে বলে মনে হয়। যদিও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার সাথে আবেগের কোনও সম্পর্ক নেই, কিন্তু আবেগের অবদমনের জন্য বা প্রশমনের জন্য ওএক্সটিআর অক্সিটোসিন রিসেপ্টর) এবং সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে একটা পারস্পরিক ক্রিয়া কার আমাদের জীবন, জীবনযাত্রার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে আবেগ। প্রত্যেকের জীবনেই আবেগঘন কিছু মুহূর্তের হয়া এবং ছায়া আছেই। আবেগের বশবর্তী হয়ে আমরা অনেক সময় অনেক কিছুই করি।

(সৌজন্যে-দৈ : স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রশ্নের মুখে অস্ত্র আইন, আমেরিকায় আততায়ীর গুলিতে ৪ জন শিখ-সহ মৃত ৮

ইন্ডিয়ানাপোলিস, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): ফের প্রশ্নের মুখে আমেরিকার অস্ত্র আইন। এবার মার্কিন মুলুকের ইন্ডিয়ানাপোলিসে এক শ্বেতাঙ্গ তরুণের গুলিতে প্রাণ হারালেন ৮ জন, যার মধ্যে ৪ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখ রয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত অমরজিত জোহাল (৬৬), জসবিন্দর কউর (৬৪), অমরজিত সখোঁ (৪৮) নামের ৩ শিখ মহিলা এবং জসবিন্দর সিং (৬৮) নামের একজন শিখ ব্যক্তি। গুরুতর জখম অবস্থায় আরও ৪ জন হাসপাতালে ভর্তি। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। হামলাকারী নিজেও ঘটনাস্থলে আত্মঘাতী হয়েছে। ভারতীয় বংশোদ্ভূত শিখদের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ ইন্ডিয়ানাপোলিসে ফেডএক্স ফেসিলিটি (পণ্য সরবরাহকারী সংস্থা)-র দফতরে হামলা চালায় ব্র্যান্ডন হোল নামের ওই আততায়ী। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়ি থেকে নেমেই এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে চালাতে দফতরের ভিতরে ঢোকে বন্দুকবাজ। দফতরের একেবারে ভিতর পর্যন্ত যদিও ঢুকতে পারেনি সে। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটে সামনে যাঁকেই পেয়েছে, তাঁকেই লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে সে। তাতেই ৮ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান। ইন্ডিয়ানাপোলিস পুলিশ জানিয়েছে, ফেডএক্স-এর ওই দফতরের অধিকাংশ কর্মীই ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ শিখ। হামলার সময় ওই দফতরে ১০০-রও বেশি কর্মী ছিলেন। এলোপাথাড়ি গুলির শব্দে হুলস্থুল পড়ে যায় সেখানে। যে যেখানে পারেন মাথা বাঁচাতে ছুটে যান। খবর পেয়ে অন্তত ৩০টি গাড়ি ভর্তি পুলিশ সেখানে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু ভিতরে ঢুকে ব্র্যান্ডনের নিথর দেহ উদ্ধার করেন তাঁরা। তাঁর শরীরে গুলির ক্ষত ছিল। হামলা চালানোর পর সে নিজেকে গুলি করে আত্মঘাতী হয় বলেই ধারণা পুলিশের।

মার্কিন মুলুকে এই হামলার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। এস জয়শঙ্কর টুইট করে জানিয়েছেন, 'ইন্ডিয়ানাপোলিসে ফেডএক্স ফেসিলিটিতে গুলি চলার ঘটনায় স্তম্ভিত। মৃতদের মধ্যে ভারত-আমেরিকান শিখ কমিউনিটির সদস্যরা রয়েছেন।' মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। এদিকে, এই হামলার পর ফের প্রশ্নের মুখে আমেরিকার অস্ত্র আইন। ক্ষমতায় এসেই অস্ত্র আইন কঠোর করতে উদ্যোগী হয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু, বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। এর আগে গত ২২ মার্চ কলোরাডোর একটি দোকানে বন্দুকবাজের হামলায় ১০ জন প্রাণ হারান। তার পর এক মাসও কাটেনি ইন্ডিয়ানাপোলিসে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল।

করোনায় বাংলাদেশে আবারো ১০১ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। বাংলাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১০১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে প্রাণঘাতী এ ভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০ হাজার ২৮৩ জনে।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে গতকাল শুক্রবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১০১ জনের মৃত্যু হয়। যা একদিনে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। গত বছরের ৮ মার্চ দেশে প্রথম ৩ জনের দেহে করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এর ১০ দিন পর ১৮ মার্চ বাংলাদেশে এ ভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম একজনের মৃত্যু হয়।

সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যের দুর্গ গড়ে তুলতে হবে: সেতুমন্ত্রী কাদের

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যের দুর্গ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শনিবার সকালে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ আহ্বান জানান।

সেতুমন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনার সরকার দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে যাচ্ছে। প্রথমত, সরকার করোনা প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। দ্বিতীয়ত, দেশের সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে পরাজিত করার চ্যালেঞ্জ সরকার গ্রহণ করেছে। এজন্য স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যের দুর্গ গড়ে তুলতে হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমদ হোসেন, বিএম মোজাম্মেল হক, মির্জা আজম, আফজাল হোসেন, শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আবদুস সবুর প্রমুখ।

মৃত্যু আরও ১২ জনের, তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্ত ৩.৪৬ লক্ষাধিক

হায়দরাবাদ, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): তেলেঙ্গানায় নতুন করে আরও ১২ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হল। এছাড়াও বিগত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন মাত্র ৪,৪৪৬ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৩১ জন। মোট আক্রান্তের মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩,১১,০০৮ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ১২ জনের মৃত্যুর পর তেলেঙ্গানায় করোনা কেড়েছে ১,৮০৯ জনের প্রাণ। শনিবার তেলেঙ্গানার স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনা-সংক্রমিত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে। নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৪৬ জন। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ১,৪১৪ জন। তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৩, ৫১৪ জন এবং সুস্থ হয়েছেন ৩,১১,০০৮ জন।

২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে করোনা সংক্রমনের সংখ্যা ২৪০০০ : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী দিল্লিতে নতুন করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৪০০০। শনিবারে একথা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এই সংখ্যা একদিনের সবচেয়ে বেশি এবং এরমধ্যে ১৯৪৮৬ জন নতুন করে আক্রান্তের খবর পাওয়া গিয়েছে। যার মধ্যে ১৪১ জন শুক্রবার মারা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, দিল্লিতে আইসিইউ বেডের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং তা দিন দিন কমছে। সংক্রমনের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীর হর্ষবর্ধনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। তাঁকে অক্সিজেন এবং আইসিইউ বেডের সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে অনুরোধ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন :বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। বাংলাদেশের পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

শনিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্বাচনে জলপাইগুড়ি জেলায় ভোটগ্রহণ উপলক্ষে দেশের একমাত্র চতুর্দেশীয় এই স্থলবন্দর দিয়ে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে পণ্য আমানি-রপ্তানি কার্যক্রম চলছে না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন উপলক্ষে ভোট সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত শনিবার সকাল ৬টা থেকে উভয় দেশে চলাচল ও আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন জলপাইগুড়ি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীমতি মৌমিত গোদারা বসু। পঞ্চগড় আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা জানান, ভোট উপলক্ষে উভয় দেশের সম্মতিতে শনিবার এক দিনের জন্য বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে সব ধরনের আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। তবে রোববার থেকে বন্দরের কার্যক্রম পুনরায় স্বাভাবিক হবে।

দিল্লির আদালতে স্বস্তি, অবশেষে জামিল পেলেন দীপ সিধু

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির আদালতে জামিন পেয়ে গেলেন প্রজাতন্ত্র দিবসে লালকেল্লায় তাণ্ডবের 'মূল চক্রী' দীপ সিধু। শনিবার দিল্লির একটি আদালত দীপ সিধুকে জামিন প্রদান করেছে। গ্রেফতার হওয়ার প্রায় ২ মাস পর জামিন পেলেন অভিনেতা তথা সমাজকর্মী দীপ সিধু। গত ফেব্রুয়ারি মাসের ৯ তারিখ লালকেল্লার হিংসার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত দীপ সিধুকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

গত ১৩ এপ্রিল, সোমবার আদালতে দীপের আইনজীবীরা জামিনের আবেদন জানান। সরকারি আইনজীবীর বিরোধীতায় সেই আবেদন স্থগিত রাখা হয়। সরকারি আইনজীবী আদালতে জানিয়েছিল, ২৬ জানুয়ারি উস্কানি দিয়েছিল দীপ সিধু। সেই উস্কানির জন্য জাতীয় পতাকার অবমাননা হয়। দীপ সিধুর জামিন-আবেদন নিয়ে সোমবার রায়দান সংরক্ষিত রেখেছিল আদালত। জামিন আবেদনের বিরোধিতা করে প্রসিকিউটর জানিয়েছিলেন, দীপ সিধু জামিন পেয়ে গেলে প্রমাণ নষ্ট করে দিতে পারেন। কিন্তু, শনিবার দীপ সিধুকে জামিন দিয়ে দিল আদালত।

দ্রুত ছড়াচ্ছে কোভিড, এবার করোনা-আক্রান্ত এইচ ডি কুমারস্বামী

বেঙ্গালুরু, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দল (সেক্যুলার) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী। শনিবার কুমারস্বামী জানিয়েছেন, 'আমি কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হয়েছি।' পাশাপাশি সম্প্রতি যাঁরা যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদেরও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন কুমারস্বামী। শনিবার ইংরেজি ও কন্নড় ভাষায় টুইট করে কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা জনতা দল (সেক্যুলার) নেতা এইচ ডি কুমারস্বামী জানিয়েছেন, 'আমি করোনায় সংক্রমিত হয়েছি। বিগত কিছু দিনে আমার সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করছি আইসোলেশনে থাকুন এবং নিজেদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেবেন।'

পূর্ব দিল্লির দিলশাদ গার্ডেন এলাকার পাঁচটি দোকানে আগুন

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : শনিবার পূর্ব দিল্লির দিলশাদ গার্ডেন এলাকায় পাঁচটি দোকানে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটে দুপুর দেড়টা নাগাদ। পুলিশ ও দমকল সূত্রে খবর আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। সূত্র মারফত খবর এদিনের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর না পাওয়া গেলেও তবে দোকানগুলোর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আগুন কিভাবে লাগলো তা নিয়ে দমকলের পক্ষ থেকে তদন্ত করা শুরু হয়েছে।

করোনায় প্রাণ হারালেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী কবরী

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ঢাকাই চলচ্চিত্রের অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী (ইন্না...রাজিউন)। শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ২০ মিনিটে রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কবরীর ছেলে শাকের চিশতী এ তথ্য জানান।

মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। এ অভিনেত্রীর মৃত্যুতে শোক নেমেছে চলচ্চিত্রাঙ্গণে। কোভিড পরীক্ষার পর গত ০৫ এপ্রিল দুপুরে জানা যায় কবরী করোনা আক্রান্ত। এরপর সে দিন রাতেই তাকে কুর্মিটোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে নিয়ে আসা হয় রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে। সেখানে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন এ নায়িকা। জানা গেছে, কবরী কিডনির জটিলতার পাশাপাশি অন্য শারীরিক জটিলতাতেও ভুগছিলেন।

১৯৬৪ সালে 'সুতরাং' দিয়ে চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় সারাহ বেগম কবরীর। দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গণের সবার প্রিয়মুখ কবরী অভিনয়ের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনাও করেন। জনপ্রিয় এই অভিনেত্রী নারায়ণগঞ্জ থেকে সংসদ সদস্যও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাজধানীর বনানী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন কিংবদন্তি অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী। শনিবার বাদ জোহর করোনার স্বাস্থ্যবিধি মেনেই এই কিংবদন্তির দাফন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কবরীর ছেলে শাকের চিশতীসহ তার পরিবারের অনেক সদস্য, আত্মীয়-সহকর্মীরা।

কবরীর মরদেহ জোহরের আগেই নিয়ে যাওয়া হয় বনানী কবরস্থান এলাকায়। সেখানেই জানাজা সম্পন্ন হয়। মুক্তিযুদ্ধে তার অসামান্য অবদানকে স্মরণ করে তাকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হয় কবরীকে।

কিংবদন্তি চলচ্চিত্র অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার পৃথক বার্তায় এ শোক প্রকাশ করেন তারা।

এক শোকবার্তায় রাষ্ট্রপতি বলেন, কবরী ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার মৃত্যু দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গণের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে তার অবদান মানুষ আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। রাষ্ট্রপতি মরহুমা সারাহ বেগম কবরীর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এক শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এ দেশের চলচ্চিত্রে কবরী এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। অভিনয়ের পাশাপাশি রাজনীতি ও সংস্কৃতি অঙ্গণেও তার অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধানমন্ত্রী মরহুমার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

বাংলাদেশকে ৬০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দিতে চায় সিনোফার্ম

মনির হোসেন,ঢাকা,এপ্রিল ১৭।। বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ ও মৃত্যু যখন ঊর্ধমুখী, এমন সময়ে ৬০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে চীনের ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান সিনোফার্ম। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ৬০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন দেয়ার এ প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক গণমাধ্যমকে জানান, চীনের সিনোফার্ম একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশকে করোনার ৬০ লাখ ডোজ বিবিআইবিপি-কোরভি ভ্যাকসিন দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। সমঝোতা চলছে। ভ্যাকসিনের মূল্য, কখন দিতে পারবে এবং কতগুলো দিতে পারবে- এ বিষয়গুলো আমরা জানতে চেয়েছি। সিনোফার্ম এ তথ্যগুলো দিলেই আমরা চীনের ভ্যাকসিন কেনার দিকে অগ্রসর হতে পারবো।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের শুরুতে চীনের বেইজিং ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস বিবিআইবিপি-কোরভি নামে করোনা ভাইরাসের ইনঅ্যাকটিভেটেড ভ্যাকসিন তৈরি করে। এরই মধ্যে চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন, মিসর ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের আরো কয়েকটি দেশ এ ভ্যাকসিনটি ব্যবহার করছে।

গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর সিনোফার্ম জানায়, তাদের ভ্যাকসিনটির কার্যকারিতা ৭৯ দশমিক ৩৪ শতাংশ। এরপরই চীন সরকার ভ্যাকসিনটি ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। ডিসেম্বরেরই শুরুর দিকে সিনোফার্ম ভ্যাকসিন ব্যবহারের অনুমোদন দেয় আরব আমিরাত। তৃতীয় ধাপের ট্রায়ালের অন্তর্বর্তীকালীন ফলের বরাত দিয়ে তারা জানিয়েছে, ভ্যাকসিনটির কার্যকারিতা ৮৬ শতাংশ। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার রাশিয়ার স্পুটনিক-ভি ভ্যাকসিনের জন্য যোগাযোগ করছে। নিজ দেশের ভেতরে ব্যবহারের জন্য ২০২০ সালের আগস্টে স্পুটনিক-ভি ভ্যাকসিনের অনুমোদন দেয় রাশিয়া।

রাশিয়ার ভ্যাকসিনের আপডেট জানতে চাইলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত রাশিয়ার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। আলোচনা চলমান রয়েছে। এদিকে, ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউটের কাছ থেকে তিন কোটি ডোজ ভ্যাকসিন কেনার জন্য চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকার। গতকাল পর্যন্ত দুই দফায় ৭০ লাখ ডোজ ভ্যাকসিন পেয়েছে। তবে নিজেদের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য সেরাম ইনস্টিটিউটের তৈরি অ্যাস্ট্রাজেনেকা ভ্যাকসিন রফতানির ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ভারত।

জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন লালু দুমকা কোষাগার মামলায় জামিন মঞ্জুর

পশুখাদ্য দুর্নীতির চারটি মামলায় ২০১৭ সালের ডিসেম্বর থেকে জেলবন্দি লালুপ্রসাদ যাদব। যদিও কারাবাসের বেশিরভাগ সময়টাই ঝাড়খণ্ডের রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস হাসপাতালে (রিমস) কাটিয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এ বছর জানুয়ারি মাসে দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এমন)-এ সরিয়ে আনা হয় তাঁকে। এখন সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আইজি (কারাগার) বীরেন্দ্র ভূষণ জানিয়েছেন, 'অর্ডার কপি পাওয়ার পর সেই মতো চলব আমরা। আমরা রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস হাসপাতাল ও দিল্লির এইমস-কে অবগত করব যে, তিনি আর বন্দী নন। ইতিমধ্যেই এইমস লালুর মেডিক্যাল আপডেট পাঠিয়েছে। সম্ভবত এইমস থেকেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

বাবা মুক্তি পাচ্ছেন এই খবর শুনে অত্যন্ত খুশি তেজস্বী যাদব। তেজস্বী এদিন জানিয়েছেন, 'আমরা বিচার পাব, এ বিষয়ে আশাবাদী ছিলাম। অর্ধেক সাজা খেটেছেন তিনি। তাই হাইকোর্ট তাঁকে জামিন দিয়েছে। হাইকোর্টকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। তিনি এইমস-এ ভর্তি রয়েছেন। তিনি জামিন পেলেও, তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে আমরা চিন্তিত রয়েছি। কঠিন রোগে ভুগছেন তিনি। তাঁর চিকিৎসা চলবে। বিহারবাসী বিশেষ করে দরিদ্ররা ভীষণ খুশি হয়েছেন।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভয়াবহ আকার ধারন করছে করোনা, গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্ত ৭,৭১৩ জন

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনা ভয়াবহ আকার ধারন করছে পশ্চিমবঙ্গে। শুক্রবার রাজ্যের করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ৬ হাজার ৯১০ জন।

শনিবার তা একলাফে হয়ে গেল ৭,৭১৩ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জনের। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী, শুধু কলকাতাতেই শনিবার করোনা হয়েছে ১ হাজার ৯৯৮ জন। তারপরেই রয়েছে সংলগ্ন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।

করোনা সংক্রমণ এই জেলায় ১ হাজার ৬৩৯ জন। রাজ্যে করোনায় অ্যাক্টিভ কেস ৪৫ হাজারের বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জনের। এর মধ্যে কলকাতায় মৃত ১০, উত্তর ২৪ পরগনায় ৮ জন, ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদে। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বাংলায় করোনায় মৃতের সংখ্যা হল ১০ হাজার ৫৪০ জন।

রাজ্যে এখন সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ৩০০। যা শুক্রবারের থেকে ৪ হাজার ২৫৩ জন বেশি। করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৬৬৮ জন। তার মধ্যে শনিবার সুস্থ হয়েছেন ৩ হাজার ৪২৬ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে টিকাকরণ হয়েছে ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৬৭ জনের।

করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মুরারইয়ের বিদায়ী বিধায়ক

বীরভূম, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): : করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন মুরারইয়ের বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূলের আবদুর রহমানের । কলকাতার আরএন টেগোর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। শনিবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এবার আবদুল রহমানকে মুরারই থেকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। কিন্তু প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পরেই তিনি করোনা আক্রান্ত হন। এর পর প্রার্থী বদল করে তৃণমূল।

২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও আবদুর রহমানকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। কিন্তু হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা তাঁকে কোনওরকম ধকল না নেওয়ার পরামর্শ দেন। এরপরই মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। তবে ভোটের প্রচার সংক্রান্ত সবরকম খবরই রাখতেন বর্ষীয়াণ এই তৃণমূল নেতা। পোশাকি নাম আবদুর রহমান হলেও এলাকার লোকজনের কাছে লিটনদা হিসাবেই বিশেষ পরিচিতি ছিল তাঁর। কালীঘাট থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার পর প্রায় এক মাস প্রচারও করেন তিনি। সূত্রের খবর, এরইমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমশ তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল। চিকিৎসার জন্য বিধায়ককে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। দক্ষিণ কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। শনিবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় ।করোনার বাড়বাড়ন্ত থেকে রেহাই পাননি ভোটের প্রার্থীরাও। ইতিমধ্যে রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বেশ কয়েকজন প্রার্থী। তার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে সামসেরগঞ্জের কংগ্রেস প্রার্থী রেজাউল হকের। শুক্রবার মৃত্যু হয় জঙ্গিপুরের আরএসপি প্রার্থী প্রদীপ নন্দীর।

করোনায় বরিষ্ঠ শ্রমিক নেতার মৃত্যু

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : প্রবীণ শ্রমিক নেতা অচিন্ত্য সিংহ শুক্রবার রাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তিনি এসইউসিআই (সি) দলের পঃবঃ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন ।শনিবার দলের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক এণ্ড হসপিটালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

তামিল কমেডিয়ান বিবেক প্রয়াত

চেন্নাই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): দীর্ঘ অভিনয় জীবনে হাসিয়েছেন সমগ্র ভারতবাসীকে। তামিল অভিনেতা ও কমেডিয়ান বিবেক প্রয়াত হয়েছেন, শনিবার চেন্নাইয়ের একটি হাসপাতালে (এসআইএমএস হাসপাতাল) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর চেন্নাইয়ের ওই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন অভিনেতা ও কমেডিয়ান বিবেক। হাসপাতালে এক্সট্রাকর্পোরেয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন (ইসিএমও) সাপোর্টে ছিলেন তিনি। এসআইএমএস হাসপাতালের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাঃ রাজু শিবস্বামী জানিয়েছেন, শনিবার ভোরে প্রয়াত হয়েছেন অভিনেতা বিবেক। মৃত্যুকালে হয়েছিল ৫৯ বছর।

গত বৃহস্পতিবারই করোনার ভ্যাকসিন নিয়েছিলেন অভিনেতা ও কমেডিয়ান বিবেক। এরপর শুক্রবারই হৃদরোগে আক্রান্ত হন বিবেক। হৃদরোগের জন্য অবশ্য টিকা নেওয়াকে দায়ী করেননি চিকিৎসকরা। শুক্রবার হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার পর চেন্নাইয়ের এসআইএমএস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল বিবেককে। অভিনেতার একটি ধমনী পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, দ্রুত তাঁর অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি করা হয়। তারপর আইসিইউতে ইসিএমও সাপোর্টে রাখা হয়েছিল। কিন্তু সেই ধকল সহ্য করতে পারেননি। শনিবার ভোরে আবার হৃদরোগে আক্রান্ত হন বিবেক। হাসপাতালের তরফে সংক্ষিপ্ত বুলেটিনে বলা হয়, 'ভোর ৪.৩৫ মিনিটে বিবেক শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।' দেশের অসংখ্য ভক্তদের শোকস্তব্ধ করে অকালেই না-ফেরার দেশে চলে গেলেন বিবেক।

সুদীর্ঘ ফিল্মি জীবনে ২২০টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন বিবেক। প্রবীণ পরিচালক কে বালাচান্দেরের হাত ধরে সিনেমার জগতে পা রেখেছিলেন বিবেক। আশির দশকের শুরুতে তামিল সিনেমায় বিভিন্ন ছোটো চরিত্রে দেখা যেত বিবেককে।

নব্বইয়ের দশকের শেষ থেকে কমেডিয়ান হিসেবে তুমুল জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেন। নয়া শতকের শুরুতে ফিল্মের পোস্টারে স্টারদের সঙ্গে তাঁর ছবিও থাকত। যিনি বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনেও গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিতেন। ২০০৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন তিনি। যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম গুণমুগ্ধ ছিলেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম। বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়।

বোরন সারের কাজ ঃ গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে।

প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

সজিনা এখন অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম

সজিনা অপ্রধান সবজিগুলোর মধ্যে অন্যতম। সজিনা অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর সবজি। সমগ্র গীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে দ্রুত বর্ধনশীল সজিনা গাছ মানুষের খাদ্য, পশুর খাদ্য, ঔষুধ, রঙ ও পানিশোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এটা খুব সহজেই বসতবাড়ির আঙ্গিনায় এবং রাস্তার পাশ জন্মানো যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া সজিনা চাষের জন্য খুবই উপযোগী। এদেশে প্রধানত তিন ধরনের সজিনা পাওয়া যায়। শ্বেত সজিনা, রক্ত সজিনা ও নীল সজিনা নামে পরিচিত। তবে এদেশের মানুষের কাছ-কে সজিনা ও কে লাজনা বলে পরিচিত। সজিনার আদি নিবাস ভারতের পশ্চিমাঞ্চল ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে এটি হেজ হিসেবে এবং বসতবাড়িতে সবজি হিসাবে ব্যবহারর জন্য রোপণ করা হয়। সজিনা মাঝারি আকৃতির পত্রঝরা বৃক্ষ, ৭-১০ মিটার উঁচু হয়। এর বাকল ও কাঠ নরম। যৌগিত পত্রের পত্রাক্ষ ৪০-৪৫ সেমি. লম্বা হয়, এতে ৬-৯ জোড়া ১-২ সেমি. লম্বা বিপরীতমুখি ডিম্বাকৃতি পত্রক থাকে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস সজিনা গাছে ফুল আসে। মুকুলের ডাঁটাগুলো বিস্তৃত, গুচ্ছবৃদ্ধ ও ৫-৮ সেমি. লম্বা। মিষ্টি গন্ধে সবুজ আভাযুক্ত সাদা ফুল ২ ৩ সেমি. ব্যাসের হয়। লম্বা সবুজ বা ধূসর বর্ণের সজিনা ফল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। এক একটি ফল ৯টি শিরাযুক্ত ২২-৫০ সেমি. বা কখনো কখনো এর বেশি লম্বা হয়। সজিনা ও লাজনা এই দুই প্রকারই এদেশে চাষ করা হয়। তবে কৃষ্ণ সজিনা বনৌষধি হিসেবে খুব বেশি উপকারী কিন্তু এটি খুব বিরল। সজিনা অপুষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গবেষণায় দেখা যায় যে, সজিনা ও লাজনা এদেশের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া পাহাড়ি এলাকাসহ সারা বাংলাদেশেই অতি সহজেই জন্মানো সম্ভব। পুষ্টিমূল্য ও ব্যবহার। সজিনা গাছের বিভিন্ন অংশ ঔষুধ, সুগন্ধি, তেল লুব্রিক্যান্ট হিসেবে এবং কসমেটিকস শিল্পে এর ব্যবহার সর্বজনস্বীকৃত। তবে সজিনার কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাতা, ফুল ও ফল তরকারী ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গাছের ছাল থেকে দড়ি তৈরি করা যায়। ঔষুধি বৃক্ষ হিসেবে সজিনা যথেষ্ট মূল্যবান। সজিনার পাতা ও ফলে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন, প্রোটিন, বিটামিন-সি ও আয়রন থাকে। এছাড়াও সজিনা গাছর বিভিন্ন অংশ থেকে এন্টিসেপটিক বাতজ্বরের চিকিৎসা ও সাপের কামড়ের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর বীজচূর্ণ ব্যাকটেরিয়াজনিত চর্মরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। সজিনার মূলের বাকল বায়ুনাশক, হজম বৃদ্ধিকারক, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ডাঁটার ব্যথা, হিষ্টিরিয়া, হৃৎপিন্ড ও রক্তচলাচলের শক্তি বর্ধক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাঁটার নির্যাস যকৃত ও প্লীহার অসুখে, ধনুষ্টংকার ও প্যারালাইসিস, কৃমিনাসক, জ্বরনাশক হিসেবে কাজ করে। সজিনা ডাটা ও ফুল ভাজা বা তরকারী করে খেলে জল ও গুটি এ দু'ধরনের বসন্তে আক্রান্ত হবার আশংকা থাকে না। সজিনা ডাটাতে সোডিয়াম ক্লোরাইড নেই বললেই চলে। কাজেই এতে ব্লাডপ্রেসার নিয়ন্ত্রিত থাকে। সজিনা ডাটায় ডায়েটরী ফাইবার থাকার করাণে নিয়মিত সজিনা ডাটা খেয়ে ব্লাডসুগার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সজিনা ডাটা রক্ত শূন্যতায়ও কাজ করে।

লাল মুক্তঝুরি ফুলের চাষ পদ্ধতি

লাল মুক্তঝুরি ভারত উপমহাদেশীয় উদ্ভিদ। অন্য নাম মুক্তবর্ষী। তবে অঞ্চলভেদে আমাদের দেশে এ ফুলকে অনেকে মালা ফুল নামে চিনেন, এর কারণ ফুটন্ত ফুল দেখতে মালার মতো দেখায় বলে। এটি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অপধযুঢ়যধ নামে পরিচিত। হিন্দিতে একে কুপ্পী বলে অভিহিত করা হয়। ভারত উপমহাদেশের সমতল ভূমিতে লাল মুক্তঝুরি গাছের দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া আমাদের দেশেও রয়েছে এ ফুলের ব্যাপক বিস্তৃত। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাগান, খোলা মাঠ, রাস্তার ধার, পতিত জমি, বন-জঙ্গলের ধার, পাহাড়ি এলাকা এবং বাড়ির আশপাশে এর দেখা মেলে। এ ফুলের ক্ষেত্রে বেশি পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া এর রোগবালাই আক্রমণ কম হয়। প্রায় সব ধরনের মাটি ও রৌদ্রোজ্জ্বল থেকে হাল্কা ছায়াযুক্ত স্থান এবং ভেজা থেকে স্যাঁতসেঁতে স্থানেও এ ফুল গাছ জন্মে। গাছের গড় উচ্চতা ৭৫ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। গাছের শাখা-প্রশাখা ছড়ানো। এর কান্ড ও শাখা-প্রশাখা খুব বেশি শক্তমানের নয়। এর ডিম্বাকৃতির পাতা লম্বায় ৩ থেকে ৮ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে, রং সবুজ, কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও শিরা-উপশিরা স্পষ্ট। লক্ষণীয় বিষয় পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পত্র কক্ষ থেকে লম্বা মঞ্জুরিতে ফুল ধরে এবং ফুল নিচ দিকে ঝুলে থাকে। এর মঞ্জুরি লম্বায় প্রায় ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। রং টকটকে লাল। ফুল ফোটার মরশুম প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষা। তবে প্রায় সারা বছরই ফুল ফুটে। ফুল গন্ধহীন। ফুল ফুটন্ত মুক্তঝুরি গাছের সৌন্দর্য মনোরম। ফুল শেষে গাছে বীজ হয়। বীজ আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির। বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হয়। মুক্তঝুরির রয়েছে ভেষজ নানা রকম গুণাগুণ। এর পাতা, শিকড়, মূল ভেষজ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এর গাছে যখন ফুল ফোটে তখন ওষুধের কাজে লাগানোর উপযুক্ত হয়। ব্রঙ্কাইটিস, হাঁপানি, নিউমনিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম,ত্বকের ফোঁড়া সারাতে এবং বাত ব্যথায় বেশ উপকারী।

বাদাম-বিলাস

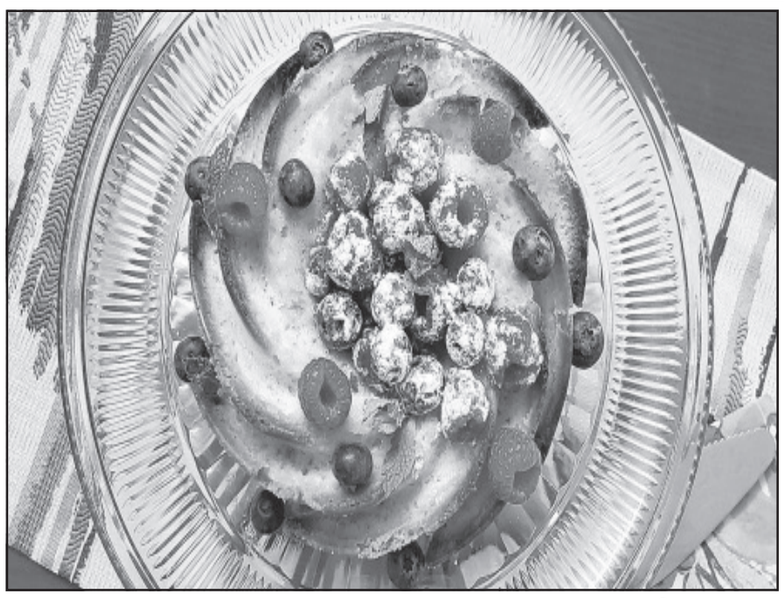

আমন্ড কেক

সিজলিং ওয়ালনাট ব্রাউনি

উপকরণ: আখরোট কুচি ১ কাপ, চিনি দেড় কাপ, কোকো পাউডার ৩/৪ কাপ, ময়দা আধ কাপ, ডিম ২টি, আনসল্টেড মাখন ১০ টেবিল চামচ, নুন অল্প, বেকিং পাউডার ১ চা চামচ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, এসপ্রেসো পাউডার ১ চা চামচ। চকলেট সসের জন্য: চকলেট চিপস ১ কাপ, জল আধ কাপ, চিনি আধ চা চামচ।

প্রণালী: একটি পাত্রে মাখন গলিয়ে নিন। নীচের দিকটা হালকা বাদামি রং হয়ে এলে আঁচ থেকে নামিয়ে তা থেকে ২ টেবিল চামচ মাখন তুলে রাখুন। কোকো পাউডার মিশিয়ে নাড়াতে থাকুন। মিশে গেলে চিনি দিন। এর পর এসপ্রেসো পাউডার, জল, ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে মেশাতে হবে। একে একে দু'টি ডিম (চিলড) মেশান। এ বার ময়দা, নুন ও বেকিং পাউডার মিশিয়ে ছেঁকে নিন, যাতে দানা না থাকে। রোস্টেড আখরোট তুলে রাখা ব্রাউন বাটারের সঙ্গে মেশান।

কেক তৈরির প্যান মাখন দিয়ে গ্রিজ করে ব্রাউনির ব্যাটার ঢেলে উপর থেকে আখরোট ছড়িয়ে দিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৬২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২৫ মিনিট বেক করুন। ব্রাউনি তৈরি। চকলেট সস তৈরি করতে ডাবল বয়লারে চকলেট চিপস গলিয়ে তার মধ্যে ১ চা চামচ মাখন ও অল্প নুন দিয়ে মেশান। উপর থেকে জল ও অল্প চিনি দিয়ে মেশাতে থাকুন, সসের ঘনত্ব আসা পর্যন্ত। সিজলার হিসেবে পরিবেশন করতে উচ্চ তাপমাত্রায় স্কিলেট গরম করে তার উপরে ব্রাউনি কেটে রাখুন। চকলেট সস ছড়িয়ে দিন। ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে পরিবেশন করুন।

আমন্ড কেক

উপকরণ: ডিম ৪টি, চিনি আধ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, আমন্ড ফ্লাওয়ার দেড় কাপ, নুন স্বাদ মতো, কোকোনাট ফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, বেকিং সোডা ১ চা চামচ, মাখন আধ টেবিল চামচ, গুঁড়ো করা চিনি ১ চা চামচ, বেরি আধ কাপ।

প্রণালী: মাখন দিয়ে প্যান গ্রিজ করে চিনির গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। অন্য পাত্রে ময়দা, নুন ও বেকিং সোডা মিশিয়ে নিন। ডিমের সাদা ও কুসুম আলাদা করুন। ডিমের কুসুম, ভ্যানিলা ও এক চতুর্থাংশ চিনি ভাল করে মেশান। অন্য পাত্রে ডিমের সাদা অংশ বাকি চিনি দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ময়দার মিশ্রণ ডিমের কুসুমের মিশ্রণে ঢেলে মণ্ড তৈরি করুন। এর মধ্যে আধ কাপ মাখন মেশান। ডিমের সাদা অংশ মিশিয়ে তার মধ্যে মাখন দিন। মিশ্রণ স্মুদ হয়ে এলে বেকিং প্যানে ঢেলে দিন। ১৭৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আধ ঘণ্টা বেক করুন। বেরি দিয়ে সাজিয়ে নিন।

বাকলাভা

উপকরণ: ফাইলো ডো ৪৫৪ গ্রাম, দারচিনি গুঁড়ো ১ চা চামচ, জয়িত্রী গুঁড়ো আধ চা চামচ, গোলাপজল আধ চা চামচ, আমন্ড ও পেস্তা কুচি ৪৫৪ গ্রাম, জল ৪ টেবিল চামচ, আনসল্টেড বাটার ১২ টেবিল চামচ। মিষ্টি সিরাপ তৈরি করার জন্য: পাতিলেবুর রস ২ টেবিল চামচ, মধু ৪-৬ টেবিল চামচ, এলাচ ৪-৫টি, লবঙ্গ ৪টি, মৌরি আধ কাপ, দারচিনি আধ ইঞ্চি, গোলমরিচ ৪টি, শুকনো গোলাপের পাপড়ি আধ চা চামচ, তেজপাতা ১টি, অরেঞ্জ জেস্ট ২-৩ চা চামচ, চিনি ৩/৪ কাপ, জল ৩/৪ কাপ।প্রণালী: মাঝারি আঁচে চিনি, জল, মধু, মশলা একসঙ্গে মেশাতে হবে। চিনি গুলে যাওয়া পর্যন্ত ফোটান। মাঝারি আঁচে ৫ মিনিট রান্না করে পাতিলেবুর রস দিন। বাদাম কুচি করে রাখুন। জয়িত্রী ও দারচিনি গুঁড়ো মেশান। ফাইলো শিট চৌকো আকারে কেটে ভেজা তোয়ালে দিয়ে ঢেকে রাখুন। বেকিং প্যানে ও ফাইলো শিটেও মাখন লাগান। একটা শিটের উপরে বাদামের একটা স্তর তৈরি করুন। এর উপরে মিষ্টি সিরাপ ছড়িয়ে দিন। পাঁচটি ফাইলো শিট রাখুন। আবার বাদামের স্তর তৈরি করুন। এ ভাবে পুরো বাকলাভার স্তর তৈরি হলে সিরাপ ছড়িয়ে বরফির মতো কেটে নিন। প্রি-হিটেড আভেনে ১৭৬ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ৩৫-৪০ মিনিট বেক করুন। সোনালি রং ধরলে বার করে ঠান্ডা হতে দিন। বাদাম ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

বাকলাভা

পেস্তা-বেরি কেক

উপকরণ: ডিম ৫টি, চিনি ৬০ গ্রাম, ভেজিটেবল অয়েল ৮০ গ্রাম, দুধ ১ কাপ, ভ্যানিলা এসেন্স ১ চা চামচ, ময়দা ১ কাপ, পেস্তা কুচি আধ কাপ, মাচা পাউডার আধ চা চামচ। ফ্রস্টিংয়ের জন্য: ক্রিম চিজ ৮০ গ্রাম, ভ্যানিলা এসেন্স ১/৪ চা চামচ, পেস্তা কুচি ২-৩ টেবিল চামচ, শুকনো গোলাপের পাপড়ি ১ চা চামচ, অ্যাপ্রিকট ও রাস্পবেরি পরিমাণ মতো, গোলাপজল ১ চা চামচ, চিনি গুঁড়ো ১/৪ কাপ, হুইপড ক্রিম ১ কাপ, ব্ল্যাকবেরি দেড় কাপ।প্রণালী: পেস্তা ভাল করে গুঁড়িয়ে নিন। ডিমের সাদা ও কুসুম ভাগ করে রাখুন। কুসুম ও চিনি ভাল করে ফেটিয়ে তেল, দুধ ও ভ্যানিলা এসেন্স মেশান। ময়দা, নুন ও পেস্তা দিয়ে সার্কুলার মোশনে মেশাতে থাকুন। অল্প অল্প করে চিনি দিন। খেয়াল রাখবেন মিশ্রণের মধ্যে যেন বুদ্বুদ তৈরি না হয়। প্যান গ্রিজ করে প্রিহিটেড আভেনে ১৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আধ ঘণ্টা বেক করুন। তাপমাত্রা কমিয়ে ১৪০ করে আরও আধ ঘণ্টা বেক করতে হবে। এ বার ঠান্ডা পাত্রে ক্রিম চিজ, চিনির গুঁড়ো ও হুইপিং ক্রিম মেশান। কেকের চার পাশে লাগিয়ে ফ্রিজে রাখুন। কেকের উপরে ফ্রস্টিংয়ের দ্বিতীয় স্তর ছড়িয়ে দিন। রাস্পবেরি পেস্টের সঙ্গে ফ্রস্টিং মিশিয়ে কেকের উপরে ছড়িয়ে দিন। উপরে ব্ল্যাকবেরি, পেস্তা কুচি, গোলাপের পাপড়ি দিয়ে সাজান।

পেস্তা-বেরি কেক

আমন্ড চিকেন কারি

উপকরণ: মুরগির মাংস ৫০০ গ্রাম, বেরেস্তা ৩ কাপ, ঘি ২ টেবিল চামচ, কাজু ৭-৮টি, গ্রিক ইয়োগার্ট ৩/৪ কাপ, এলাচ ৪-৫টি, লবঙ্গ ৪টি, দারচিনি ১টি, গোলমরিচ ৮-৯টি, স্টার অ্যানিস ১টি, তেজপাতা ২টি, আমন্ড মিল্ক ১৮০ মিলিলিটার, চিকেন স্টক ৫-৬ টেবিল চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ৩/৪ চা চামচ, জায়ফল-জয়িত্রী গুঁড়ো আধ চা চামচ, ধনে গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ২ চা চামচ, হলুদ আধ চা চামচ, জিরে গুঁড়ো আধ চা চামচ, গোলাপ জল আধ চা চামচ, কেওড়া জল ১ চা চামচ, রসুন বাটা ২ চা চামচ, আদাকুচি ১ চা চামচ, হোয়াইট ভিনিগার ১ টেবিল চামচ, জল ৪ কাপ, নুন ও চিনি স্বাদ মতো।

প্রণালী: ভিনিগার ও নুন, চিনির মিশ্রণে চিকেন ডুবিয়ে ফ্রিজে রাখুন। শুকনো মশলা রোস্ট করে নিন। একটি পাত্রে বেরেস্তা, দই, রোস্টেড মশলা, কাজু বাটা মিশিয়ে তার মধ্যে মাংস দিয়ে পারলে সারা রাত ম্যারিনেট করুন। প্যানে মাখন ও অলিভ অয়েল গরম করে ম্যারিনেড দিয়ে দিন। মাংস তুলে রাখুন। তিন-চার মিনিট রান্না করে আদা ও রসুন দিন। ২-৩ মিনিট পরে মাংসের টুকরো, নুন ও গরম মশলা দিয়ে ঢাকা দিন। ১০ মিনিট পরে খুলে আমন্ড মিল্ক দিয়ে আবার ঢাকা দিন। মাংস সিদ্ধ হলে জায়ফল-জয়িত্রী গুঁড়ো ছড়িয়ে আরও ১০ মিনিট কম আঁচে রান্না করে নামিয়ে নিন। নানের সঙ্গে ভাল লাগবে।

কৃষি বিপ্লব, পমফ্রেট চাষ

ব্লক মৎস্য দপ্তরের সহযোগিতায় রাজ্যে প্রথম দুই ভেনামী চাষি সামুদ্রিক আমেরিকান পমফ্রেট মাছের চাষ শুরু করলেন। এই পমফ্রেটের চারা এসেছে সুদূর তামিলনাড়ুর মান্ডপাম সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র থেকে। মান্ডপাম থেকে মাদুরাই, আবার সেখান থেকে বিমানপথে চেন্নাই হয়ে দমদম বিমানবন্দরে নিয়ে আসা হয়েছে এই আমেরিকান পমপ্রেটের চারাগুলি। এরপর দমদম থেকে হলদিয়া ব্লক মৎস্য আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে একেবারে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে চেপে 'আমেরিকান পমফ্রেট' মাছের পোনা নিয়ে আসা হয়েছে হলদিয়ায়। হলদিয়ার দুই ভেনামী চাষি তুষার জানা ও মদন জানা এই সুস্বাদু আমেরিকান পমফ্রেটের চাষ করবেন। হলদিয়ার মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক জানান, গোটা বিশ্বে সামুদ্রিক নোনাজলের চাষযোগ্য মাছের মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এই আমেরিকান পমফ্রেট। বিজ্ঞানসম্মত নাম ট্রাচিনোটাস ব্লোচি। মাছগুলি খুব উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন ও সুস্বাদু। আমেরিকা, চিন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স ও ভিয়েতনামে এই মাছের চাষবহুল প্রচলিত। তিনি আরও জানান, এখানে নোনাজলে চিংড়ি চাষের মধ্যবর্তী সময়ে চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী এই মাছ। একদিকে যেমন ভেনামী চিংড়ি চাষে রোগের সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে, তেমনি এই আমেরিকান পমফ্রেট মাছ চাষ করে লাভবান হবেন চাষিরা। তাছাড়া এই মাছের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও অনেক বেশি। চার মাসে চাষে ১০০ গ্রাম ও ছয় মাসে ২৫০ গ্রাম ও আট মাসে ৪৫০-৫০০ গ্রাম ওজন হয়ে থাকে এই আমেরিকান পমফ্রেটের। এছাড়া বিদেশে রপ্তানিযোগ্য মাছ হিসেবে আমেরিকান পমফ্রেটের বিশেষ কদর আছে। হলদিয়া ব্লক মৎস্য দপ্তর ভেনামী চাষিদের উদ্বুদ্ধ করে হাতেকলমে এই আমেরিকান পমফ্রেট মাছের চাষ করাচ্ছে। এই বিষয়টিকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ আনন্দময় অধিকারী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

হাফলঙে উত্তরপ্রদেশ ফেরত জনৈক সেনা জওয়ানের দেহে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়েছে

হাফলং (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশ ফেরত এক সেনা জওয়ানের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত এই সেনা জওয়ানের শনিবার নিউহাফলং স্টেশনে কোভিড পরীক্ষা করা হলে তাঁর দেহে করোনার উপস্থিতি ধরা পড়ে।

সমগ্র দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি অসমেও ভয়ঙ্কর হারে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। গত ২৪ ঘণ্টায় অসমে ৫৭৩ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়চে এবং মৃত্যু হয়েছে মোট চারজনের। করোনার এই দ্বিতীয় ঢেউ উদ্বিগ্ন করে তুলেছে স্বাস্থ্য বিভাগকে। ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ জনে। অবস্থা বেগতিক দেখে স্বাস্থ্য বিভাগ বহিঃ রাজ্য থেকে ট্রেনে করে হাফলঙে আগত সকল রেলযাত্রীর নিউ হাফলং স্টেশনে কোভিড পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে।

শুক্রবার থেকে নিউ হাফলং স্টেশনে বহিঃরাজ্য থেকে আগত রেল যাত্রীদের কোভিড পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। এদিকে করোনার সংক্রমণ দ্রুতহারে রাজ্যে বৃদ্ধি হলেও করোনা নিয়ে ডিমা হাসাও জেলার আমজনতা সচেতন নন। হাফলং শহরে অধিকাংশ মানুষের মাস্ক পরিধানে অনীহা। এমন-কি সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য বিধি ও সরকারি নিয়ম নীতি কিছুই মেনে চলছেন না। বাজারহাটে কেউই মানছেন না সামাজিক দূরত্ব। যার দরুন সংক্রমণের সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে। জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগ বারবার সাধারণ মানুষকে সরকারি নিয়ম নীতি ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানানোর পরও আমজনতা সম্পূর্ণ উদাসীন। এই পরিস্থিতিতে করোনা রোধে সরকারি নিয়ম নীতি ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার আহ্বান জানালেন ডিমা হাসাও জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম-অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মন। তিনি বলেন, ভিড়ের পরিবেশ বর্জন করা সহ সবাইকে কোভিড প্রটোকল মেনে চলতেই হবে। তাই এনিয়ে আমজনতাকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে ডা. দিপালী বর্মন করোনা রোধে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। না-হলে পরিস্থিতি অধিক অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন ডা. দিপালী বর্মন।

তাছাড়া কেউ যদি জ্বর সর্দি কাশির সঙ্গে যে কোনও ধরনের উপসর্গে আক্রান্ত হন তা-হলে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে করোনা পরীক্ষা করানোর আহ্বান জানানো হয় জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে। এদিকে করোনার ভয়ঙ্কর সংক্রমণ নিয়ে শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য বিভাগের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য পরিষদের যুগ্ম-সচিব টিটি দাওলাগাপু, ডা. লীনা হাকমকসা সহ স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা। বৈঠকে কোভিড বিধি মেনে চলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি এখন থেকে জেলার কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্রগুলিতে প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৩-টা পর্যন্ত টিকা প্রদান করা হবে, জানানো হয়েছে।

সোনু সুদ করোনায় আক্রান্ত রয়েছেন স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে

মুম্বই, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): চলচ্চিত্র জগতে ক্রমেই থাবা বসাচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন বলিউড অভিনেতা সোনু সুদ। অভিনেতা নিজের বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়ার কথা শনিবার জানিয়েছেন অভিনেতা। শনিবার দুপুরে সামাজিক মাধ্যমের পোস্টে তিনি লেখেন, 'আমি আপনাদের সকলকে জানাতে চাই শনিবার সকালে আমার করোনার রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।' সোনু আরও জানিয়েছেন, 'সমস্ত সচেতনতা বিধি মেনে ইতিমধ্যেই আমি নিজেকে নিভৃতবাসে রেখেছি এবং নিজের যথেষ্ট যত্ন রাখছি। তবে চিন্তা করবেন না, এটি আপনার সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য আমাকে যথেষ্ট সময় দেবে। মনে রাখবেন আমি সব সময় আপনাদের সকলের পাশে আছি।' অভিনেতার করোনা আক্রান্ত হওয়ার খবর শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অনুরাগীরা।

বারাসতে মেডিসিন স্টোরে আগুন, পুড়ল লক্ষাধিক টাকার ওষুধ

বারাসত, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে আগুনে পুড়ে গেল স্বাস্থ্য দফতরের মেডিসিন স্টোর। শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ বারাসতের হাটখোলায় স্বাস্থ্য দফতরের মেডিসিন স্টোরে আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই বারাসত ও মধ্যমগ্রাম থেকে ৫টি দমকলের ইঞ্জিন আগুন নেভাতে পৌঁছয়। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, ভোররাত তখন ৩.৩০ মিনিট হবে, বারাসতের হাটখোলায় স্বাস্থ্য দফতরের মেডিসিন স্টোরে আগুন লাগে। খবর পেয়ে অকুস্থলে যান দমকল কর্মীরা। বারাসত ও মধ্যমগ্রাম থেকে ৫টি দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছে দীর্ঘ সময়ের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। শর্টশার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ড, এমনই মনে করা হচ্ছে। আগুনে পুড়ে গিয়েছে কয়েক লক্ষ টাকার ওষুধ।

করিমগঞ্জ জেলায় করোনা টিকার আকাল, আতঙ্ক জনমনে

করিমগঞ্জ (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : কোভিড-১৯ ভাইরাসের দ্বিতীয় ওয়েবে দেশে প্রতিদিন দুই লক্ষের অধিক লোক সংক্রমিত হচ্ছেন। সংক্রমণের ঊর্ধগামী গ্রাফে সমগ্র দেশের সঙ্গে এ রাজ্যের জনগণও ভয়ে তটস্থ। ব্যতিক্রম নয় করিমগঞ্জ জেলাও। সংক্রমিতের সংখ্যা প্রায় একশো ছুঁই ছুঁই। এমন ভয়ঙ্কর আবহে করিমগঞ্জ জেলায় করোনা টিকার আকাল দেখা দিয়েছে। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের হাতে কোনও ভ্যা কসিন নেই। জানালেন জেলা যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. অনুপ কুমার দৈত্যারি। তবে দু একদিনের মধ্যেই করিমগঞ্জ জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ভ্যাকসিন এসে পৌঁছে যাবে বলে আশার বাণীও শুনিয়েছেন তিনি। জেলার একমাত্র কোভিড-১৯ হাসপাতালে এমনিতেই করোনা চিকিৎসার উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। সেই সঙ্গে ভ্যাকসিনের আকাল জেলার জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অরুণাভ চৌধুরী ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ নেওয়ার পরও আক্রান্ত হয়েছেন। এর পরও সাধারণ জনগণ ভ্যাকসিনের উপর থেকে আস্থা হারাননি। কিন্তু এমন সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে ভ্যাকসিনের অভাব জেলাবাসীকে ভাবিয়ে তুলেছে। করিমগঞ্জ জেলা ভ্যাতকসিন-শূন্য হয়ে পড়ায় জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে যাঁরা প্রথম ডোজ নেওয়ার পর দ্বিতীয় ডোজের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁদেরকেও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অনেকেই ভাবছেন, প্রথম ডোজের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি পরবর্তী ডোজ না নেওয়া হয়, তা-হলে যেন অন্য কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয়। প্রথম ডোজ নেওয়ার ২৮ দিন পর দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেকেরই এই সময়সীমা পেরিয়ে গিয়েছে। যদিও স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া যাবে। এতে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হবে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ভ্যা কসিনের কোনও অভাব হবে না বলে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করলেও, বেশ কয়েকদিন থেকে করিমগঞ্জ জেলা ভ্যাকসিন-শূন্য হয়ে পড়ায় জনমনে আতঙ্ক বিরাজ করছে।

অন্যযদিকে জেলার গ্রামাঞ্চলের অনেক হাসপাতালে বেশকিছু ভ্যাকসিন নষ্ট হয়েছে বলে জানা গেছে। একজনকে ভ্যাকসিন দেওয়ার পর যাতে অন্য ভ্যাকসিন নষ্ট না হয়, এর উপায় বের করতে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শুক্রবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি এলাকার জনৈক শ্যামলাল গোয়ালা করোনার চিকিৎসা চলাকালীন শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ইউনিটে মারা যান। এই খবরও জেলার জনমনে ভয়ের সঞ্চার করেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত মানুষ। এর মধ্যে করোনায় মৃত্যুর খবরে আরও আতঙ্ক বেড়ে গেছে। গোটা জেলায় হু হু করে বাড়ছে করোনা রোগীর সংখ্যা। যার জন্যম মানুষের মধ্যে ভীতির পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য আজ শনিবার করিমগঞ্জ জেলায় ১,০৭৯ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করে ১৩ জনকে পজিটিভ পাওয়া যায়। পাঁচ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। করিমগঞ্জ কোভিড-১৯ হাসপাতালে ১৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন এবং ছয় জনের অবস্থা সঙ্কটজনক থাকায় তাঁদেরকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। শনিবার পর্যন্ত করিমগঞ্জ জেলায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৮৬ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ডিপিএম হানিফ আলম এ খবর জানিয়েছেন।

প্রথম চার দফার ভোটেই রাজ্যে নগদ, মদ, ড্রাগস মিলিয়ে ৩০০ কোটি টাকার বেশি বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : প্রথম চার দফার ভোটেই রাজ্যে নগদ, মদ, ড্রাগস মিলিয়ে ৩০০ কোটি টাকার বেশি সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যে একথা প্রকাশ পেয়েছে।

শনিবার কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাজেয়াপ্ত জিনিসের মধ্যে নগদ টাকার পরিমাণ ৫০ কোটি ৭১ লক্ষ। পাঁচ বছর আগে ২০১৬ সালের বিধানসভা ভোটে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল ২০ কোটি টাকার সামান্য বেশি। কমিশনের আধিকারিকদের আশঙ্কা রাজ্যে যেভাবে অবৈধ টাকা বাজেয়াপ্ত হচ্ছে তাতে অষ্টম দফার শেষে বাজেয়াপ্ত কালো টাকার পরিমাণ একশো কোটি টাকার অঙ্ক ছোঁবে।

রাজ্যের বিধানসভা ভোটে কালো টাকার বন্যা বইছে। শুধু টাকাই নয়, ভোট কিনতে মদ, মাদক ও দুর্মূল্য সামগ্রীও উপঢৌকন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু বাজেয়াপ্ত অবৈধ কালো টাকা, মদ-ড্রাগস ও দুর্মূল্য সামগ্রীর পরিমাণ দেখে কমিশনের আধিকারিকদের চোখ ছানাবড়া।

নির্বাচন কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে থেকে নগদ, মদ, ড্রাগস, ও দুর্মূল্য সামগ্রী মিলিয়ে ৩০০ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে নগদ টাকার পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার বেশি। বাকিটা মদ, মাদক ও দুর্মূল্য সামগ্রীর মূল্য।

সূত্রের খবর, দ্বিতীয় দফার ভোটের পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সীমান্ত এলাকা হয়ে উঠছে বিপুল টাকা লেনদেনের মৃগয়া ক্ষেত্র। ওই আধিকারিকের কথায়, 'যা বাজেয়াপ্ত হয়েছে তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। যা বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার অন্তত ২০ গুন টাকা ভোটে কাটছে এবং নজরদারির বাইরে রয়ে গিয়েছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের ভোটে বরাবরই ভোট কেনার জন্য টাকা, মদ, ড্রাগস ব্যবহার করার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। পশ্চিমবঙ্গ অবশ্য এতদিন ওই কলঙ্কের ভাগীদার ছিল না। চলতি বিধানসভা ভোটে ভোটারদের মন জয়ে অর্থাৎ ভোট কিনতে ভেট হিসেবে প্রচুর পরিমাণ টাকা ছড়ানো হবে বলে প্রথম থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। তাঁদের সেই আশঙ্কাই প্রথম চার দফায় সত্যি হয়েছে। রাজ্যের নির্বাচনী ইতিহাসে সবথেকে বেশি পরিমাণ কালো টাকার বন্যা বইছে। তার পাশাপাশি মদ-ড্রাগসেরও যেভাবে ব্যবহার হচ্ছে তা রীতিমতো আতঙ্কের।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিশ্বশান্তির বার্তা দিতে সাইকেল যাত্রা, ৩৩টি জেলা ছুঁইয়ে মানকাচরে নবীন দত্ত

মানকাচর (অসম), ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে শদিয়া থেকে সাইকেলে অসম ভ্রমণ করে অবশেষে মানকাচরে উপস্থিত হন প্রবীণ ব্যক্তি নবীনচন্দ্র দত্ত (৭৪)।

যোরহাট জেলার তিতাবর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা নবীনচন্দ্র দত্ত গত প্রায় দেড় মাস আগে শিক্ষার্থী এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা আনার উদ্দেশ্যে সাইকেল যাত্রা শুরু করেছিলেন। অসমের মোট ৩৩টি জেলাকে ছুঁইয়ে তার যাত্রার অন্তিম পর্যায়ে তিনি উপস্থিত হন দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলায়।

সুস্বাস্থ্য ও দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য সাইকেল চালানো, জল সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার প্রতি মানুযেদের মধ্যে সজগতা আনার জন্য তিনি এই সাইকেল যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন। শুক্রবার তিনি ধুবড়ি থেকে ফেরি যোগে হাটশিঙিমারি পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মানকাচর কলেজে আশ্রয় নেন। কলেজের ছাত্রছাত্রী ও সচেতন নাগরিকদেরকে তিনি সাইকেল চালানোর জন্য আহ্বান জানান ও সাইকেল চালানোর উপকারিতার বিষয়ে সিবিস্তারে বলেন।

উল্লেখ্য, মানকাচরেই নবীনচন্দ্র দত্ত তাঁর সাইকেল যাত্রার মাধ্যমে অসম ভ্রমণের কার্যসূচি সমাপ্ত করে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

করোনার টিকা দেওয়ার বয়সসীমা হোক ২৫ বছর : সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনার সংক্রমণের ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী । তিনি বলেন যে, সরকারের ভুল কৌশলের ফলাফল আজ দেশের পরিস্থিতি এতটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তিনি সবাইকে টিকা দেওয়ার উপর জোর দিয়ে ভ্যাকসিনের বয়সসীমা ২৫ বছর করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

শনিবার করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সোনিয়া গান্ধী বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে করোনার টিকা দেওয়ার জন্য ৪৫ বছর বয়সসীমা নির্ধারণ ঠিক নয়। যুবকরাও হাঁপানি, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য গুরুতর সমস্যায় ভোগেন। তাই করোনার টিকা দেওয়ার জন্য ২৫ বছর করা ঠিক হবে।

কোভিড-আক্রান্ত অসমে মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করা হবে না, ইঙ্গিত শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : দেশের কয়েকটি রাজ্যে কোভিড-১৯ ভয়ংকরভাবে সংক্রমিত হচ্ছে। তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে সিবিএসএই-র দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে। এদিকে অসমেও কোভিড-এর দ্রুত সংক্রমণ হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে এখনই অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) পরিচালিত এবারের হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা মাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করা হবে না বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ শনিবার গুয়হাটিতে আয়োজিত এবং সাংবাদিক সম্মেলনে কোভিড সংক্রমণ, ভ্যাকসিন এবং আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছিলেন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। মন্ত্রী বলেন, আমাদের এখানে কিছু বিশেষ সমস্যা আছে। সিবিএসই-র অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হয়। কিন্তু এখানে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন হয় না। আজ আমরা যদি ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা না নিয়ে উত্তীর্ণ করিয়ে দেই, তা হলে কটন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়, আর্য বিদ্যাপীঠ মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি কলেজে কে তাদের ভরতি করাবে? সে সিদ্ধান্ত তো আমরা নিতে পারব না। এছাড়া আমাদের এখানে অনলাইন পরীক্ষাও হতে পারে না। কেননা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বহু ছাত্রছাত্রীর অনলাইনে পরীক্ষা দেওয়ার মতো সুবিধা বা ব্যবস্থা নেই। অতএব, কোভিডের সম্ভাব্য পরিস্থিতি এবং এখানকার ব্যবহারিক অসুবিধা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সেবা কর্তৃপক্ষকে নিজেদের প্রস্তুত থাকতে হবে বলে ফের মন্ত্রী বলেন, সবাইকে পাশ করিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করছে তা অসমের মতো রাজ্যে সম্ভবপর নয়। সুতরাং আজ বা কাল মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করাতেই হবে।

এজন্যই বিহুর পর থেকে সূচি অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষার সপ্তাহখানেক আগে কোভিডের পরিৰেশ কী হয় তার ওপর নজর রাখতে হবে। কেননা যে সকল ছাত্রছাত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসবে তারা স্কুলে যায়-ইনি। তারা এখনও নিজের নিজের ঘরেই আছে। তবে বিষয়টি সম্পর্কে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নতুন সরকার গরহণ করলে ভালো হবে বলেও শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ২ মে। এর আগে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, স্পষ্ট করেন মন্ত্রী ড় শর্মা। তাই নতুন সরকারের ওপরেই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হবে। তাছাড়া অসমে এখনও আদর্শ নির্বাচনি আচরণবিধি বলবৎ রয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি বা তাঁর বর্তমান সরকার এ-ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চান না। একান্তই যদি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তা-হলে নতুন করে আবার নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নিতে হবে। তাই ২ মে-র আগে কোনও সিদ্ধান্ত বর্তমান সরকার নিতে চায় না। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষা যেহেতু ১১ মে থেকে, তাই ৩ বা ৪ মে-তে সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর হবে, বলেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বহু দফতরের মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এসে গেছে ভ্যাকসিন, সোমবার থেকে দেওয়া হবে করোনা প্রতিষেধক, অসমে পরিস্থিতি জটিল হলেও নিয়ন্ত্রণাধীন, বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ জটিল হলেও নিয়ন্ত্রণাধীন। কেন্দ্রীয় সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে কোভিড-ভ্যাকসিন। দাবি অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার। রাজ্যের সর্বশেষ কোভিড-পরিস্থিতির তথ্য দিতে শনিবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজের প্রেক্ষাগৃহে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে ৪,০৬৯ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে অসমে ফের লকডাউনের কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।

গতকাল শুক্রবার একদিনে ৫৭৩ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আক্রান্তদের মধ্যে সিংহভাগই রেল ও বিমান যাত্রী। সর্বাবস্থায় কোভিড-বিধি পালন করতে রাজ্যের সর্বস্তরের জনতা এবং বহিঃরাজ্য থেকে আগতদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ড় শর্মা। মন্ত্রী সকলকে সতর্ক করে বলেন, অসম সরকার রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছে, মাস্ক পরেননি এমন যে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে যেন ১,০০০ টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, বহাগ বিহু (পয়লা বৈশাখ)-এর আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মধ্যে রাজ্যের বেশ কয়েকটি জেলায় দ্রুতগতিতে বাড়ছে করোনার সংক্রমণ। বিশেষ করে গুয়াহাটি মহানগরীতে প্রতিদিন আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখান দেখে মনে হচ্ছে গত বছরের পরিবেশ ফিরে আসছে। তবে তিনি এ-ও বলেন, অসমে কোভিড সংক্রমণের হার দেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় খুবই কম। প্রসঙ্গক্রমে মন্ত্রী জানান, গতকাল রাজ্যে ৩২,৪২১ জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন ৫৭৩ জন। এছাড়া গত ৭২ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হসে মৃত্যুবরণ করেছেন পাঁচজন। ১৩ এপ্রিল আক্রান্তে সংখ্যা ছিল ৫৯০, ১৪ এপ্রিল ৮৫ এবং ১৫ এপ্রিল ৪৯৯ জনকে পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, রাজ্যে কোভিড সংক্রমণ কয়েকদিন থেকে বাড়লেও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে। রাজ্যে কোভিড-আক্রান্তের হার এখনও এক শতাংশের নীচে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, গত ১১ এপ্রিল থেকে ১৬ তারিখ পর্যন্ত সংক্রমণের হার মাত্র ০.৮৮ শতাংশ। কোভিড টেস্টের সংখ্যা দৈনিক ৫০ হাজারের ওপর বাড়ানো হয়েছে বলেও খোলসা করেছেন মন্ত্রী ড় শর্মা। আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ২.৭২ শতাংশে। প্রসঙ্গত, এই খবর লেখা পর্যন্ত আজ শনিবারের কোভিড-আক্রান্তের তথ্য প্রকাশ করেনি রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর।

কোভিড-ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, গত কয়েকদিন ভ্যাকসিনের কিছুটা সংকট দেখা দিয়েছিল। তবে এ মুহূর্তে প্রয়োজন ১০ লক্ষ ভ্যাকসিন, মজুত আছে ৬ লক্ষ। কেননা, এখনও প্রায় দশ লক্ষ মানুষের দ্বিতীয় ভ্যাকসিন নিতে লাইনে আছেন। তিনি জানাতে কুণ্ঠা বোধ করেননি, রাজ্যে সরকারি, বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়োজন অনুযায়ী ভ্যাকসিন। কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী ভ্যাকসিন পাঠিয়েছে। আজ এবং আগামীকালের মধ্যে সেগুলি অসমে এসে পৌঁছে যাবে। তার পর প্রয়োজন অনুসারে জেলায় জেলায় প্রাপ্ত ভ্যাকসিন পাঠানো হবে। তাই আগামী সোমবার থেকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে জানিয়ে মন্ত্রী জানান, রাজ্যে এ পর্যন্ত কোভিডের প্রথম ডোজ প্রদান করা হয়েছে ১২ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৩২ জনকে। বিপরীতে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ৯৯০ জনকে।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দাবি, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে এখনও কোভিড-১৯ আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য রেমডেসিভির ভ্যাকসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত আছে। কোভিড রোগীদের জন্য আইসিইউ, ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে জানান মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব।

মন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটি মহানগরীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডিব্রুগড়, যোরহাট, কাছাড়, নগাঁওয়ে প্রায় গত কয়েকদিন থেকে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। বহিঃরাজ্য থেকে আগত একাধিক মানুষের শরীর থেকে গুয়াহাটি সহ অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে করোনাভাইরাস। কার্যত কোভিড-হটস্পটে পরিণত হয়েছে মহানগরী। গুয়াহাটিতে প্রতিদিন দুশোর বেশি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হচ্ছেন।

এদিকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট অভিজিৎ শর্মা জানান, ইতিমধ্যে করোনায় আক্রান্ত রোগীদের ভরতি করা হয়েছে গুয়াহাটির মহেন্দ্র মোহন চৌধুরী হাসপাতাল এবং সোনাপুর হাসপাতাল। সেগুলিও ভরে গেছে। তবে এই দুটি হাসপাতালে বেড খালি না থাকলেও গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা রয়েছে। জিএমসিএইচ-এ ৮০০টি বেড তৈরি করে রাখা আছে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে ১০৯ জন এবং কালাপাহাড়ে কোভিড হাসপাতালে ১১৪ জন করোনা-আক্রান্ত চিকিৎসাধীন। এছাড়া করোনা-আক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য তৈরি রাখা হয়েছে আয়ুর্বেদিক হাসপাতাল এবং পতঞ্জলি কেন্দ্রকে। তিনিও সকলকে মুখে মাস্ক এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সরকারি প্রটোকল মানার আহ্বান জানিয়েন।

বালি কি হাসি ফোটাতে পারবে বৈশালী ডালমিয়ার মুখে, প্রশ্ন অনেকের

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : এবার ভোটে নজরকাড়া কেন্দ্রগুলোর অন্যতম হাওড়ার বালি। ভোট হয়ে গিয়েছে ঠিক এক সপ্তাহ হল। কিন্তু বিজেপি প্রার্থী বৈশালী ডালমিয়ার হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রামের অবকাশ নেই। প্রচারে যেতে হচ্ছে কোনও কোনও সতীর্থর নির্বাচনী সভায়। জগমোহন ডালমিয়ার কন্যা বৈশালীর কাছে এবারের নির্বাচনের মাত্রা একটু অন্যরকম। প্রবল ঝুঁকির মধ্যে দলের বিরুদ্ধে কথা বলে বিরাগভাজন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গত ২২ জানুয়ারি 'বেসুরো' বৈশালীকে দল থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয় তৃণমূল কংগ্রেস। দল বিরোধী কাজের অভিযোগ ছিল বালির তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে। তা খতিয়ে দেখতে বৈঠক করে তৃণমূলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্যরা। তারপরই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে রাজ্যের শাসক দল। এবারের ভোটে বৈশালীর গুরুত্ব কেন, কতটুকু, তা চর্চার আগে এক ঝলক দেখা যাক তাঁর রাজনীতি-পূর্ব জীবনের দিকে। প্র্যাট মেমোরিয়াল এবং শ্রীশিক্ষায়তনের প্রাক্তনী বৈশালীর বাবা প্রভাবশালী ও সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন, সেটা সবার জানা। দীর্ঘকাল ধরে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্রিকেটজগতের অন্যতম রথী ছিলেন জগমোহন ডালমিয়া, সেটাও অজানা নয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না, তাঁর দাদু ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার রাজপরিবারের শরিক। বাবা এবং মা দুই তরফ থেকেই মা লক্ষীর অঢেল আশীর্বাদ পেয়েছেন বৈশালী। তাঁর জীবনগঠনে মূল আলোকবর্তিকা ছিলেন 'দিদু' আভা ঘোষ। কেন এবং কতটা দিদুর প্রভাব পড়েছিল তাঁর জীবনে, 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বিস্তারিত শোনালেন সে কথা। তাঁর অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বৈশালির জীবনে।

২০০৬-এ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তাঁর সঙ্গে রীতিমত চ্যালেঞ্জ লড়ে তাঁর প্রতিনিধি তৎকালীন পুলিশ কমিশনার প্রসূণ মুখোপাধ্যায়কে সিএবি সভাপতি পদের নির্বাচনে হারিয়েছিলেন জগমোহনবাবু। সে সময় সেটা ছিল একটা বড় খবর। জগমোহনবাবুর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচয় ছিল আগে থেকেই। কিন্তু ওই নির্বাচনের পর দুজনের সখ্যতা আরও ঘন হয়। ২০১৬-তে তৃণমূলনেত্রী বৈশালীকে বালি-র প্রার্থী করে। বৈশালী সহজেই জেতেন।

কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে দলের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঠান্ডা লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েন বৈশালী। মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী তৈরি হয় হাওড়ায়। বৈশালী ছিলেন সেই গোষ্ঠীতে। রাজীববাবুর সঙ্গেই অমিত শাহর বিশেষ বিমানে দিল্লিতে গিয়ে বিজেপি-তে নাম লেখান বৈশালী। বৈশালির আর্জি মেনে তাঁকে বালি কেন্দ্রেরই প্রার্থী করে বিজেপি।

বালি বহুকাল ধরে সিপিএম-এর গড় হিসাবে পরিচিত। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে সেই গড় ভেঙে দেন তৃণমূল প্রার্থী প্রাক্তন পুলিশকর্তা রচপাল সিং। '১৬-তে তৃণমূল প্রার্থী করে বৈশালীকে। তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান সেবার '১১-র তুলনায় প্রায় দ্বিগুন হয়। কিন্তু অভিযোগ, বৈশালী দলের কাজ করতেন না। পরিবর্তে করতেন দলবাজি। অন্যদিকে, বৈশালির দাবি, এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। উল্টে তিনিই দলবাজির শিকার হয়েছেন। বললেন, "জানেন আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৬০০ জনের নাম পাঠিয়েছিলাম। এক জনও ত্রাণ পাননি।"

এবারের নির্বাচনে কী ফল হবে? সংযুক্ত মোর্চা ওই কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বহুআলোচিত সিপিএম-এর ছাত্রনেতা দীপ্সিতা ধরকে। হারানো দূর্গ ফিরে পেতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লাল ফৌজ। অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী করেছে শেষ মুহূর্তে দলে নাম লেখানো চিকিৎসক রাণা চ্যাটার্জিকে। বৈশালি অবশ্য মনে করছেন তিনিই জিতবেন। কেন? "কারণ, মানুষ পরিবর্তন চাইছে" তাৎক্ষণিক উত্তর বৈশালীর।

২০১১-র নির্বাচনে বালিতে বিজেপি পেয়েছিল প্রদত্ত ভোটের ২.৫৬ শতাংশ। ২০১৬-র নির্বাচনে তা বেড়ে হয় ১৫.৫৩ শতাংশ। '১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বালি-তে বিজেপি-র প্রাপ্ত ভোট ছিল আরও বেশি। এ সবও আশায় রেখেছে বৈশালীকে। বৈশালী বলেন, "১৭ এপ্রিলের ভোটে তৃণমূল মারদাঙ্গা করেছে। তাও আমি জিতব"। ওঁর আশা সফল হলে রাজনীতিতে গুরুত্ব পারবে। হেরে গেলে হয়ত রাজনৈতিক সন্ন্যাসই হবে ভবিতব্য। অনেকেরই নজর তাই বালি-র ফলের দিকে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ে আলোচনা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : দেশজুড়ে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আর তা নিয়ে শনিবার কংগ্রেসের শীর্ষ নীতিনির্ধারক কমিটি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (সিডাব্লুউসি) এক জরুরি বৈঠকে বসে। এদিনের এই বৈঠকে দেশজুড়ে করোনা সংক্রমনের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সংক্রমণ কমানোর উপায়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই বৈঠকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী, দলের মহাসচিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, প্রবীণ নেতা পি চিদাম্বরম, কোষাধক্ষ্য পবন বংশাল এবং কমিটির অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। দলের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে এই বৈঠকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা করোনা ভাইরাসের মহামারী প্রকোপ এবং এই পরিস্থিতিকে রুখতে আবশ্যিক বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি একটি বিরোধী দল হিসাবে কি ধরনের পদক্ষেপ নিলে কংগ্রেস দলের পক্ষে ভালো হবে, তা নিয়েও মত বিনিময় করা হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবি তোলা হয়েছে। আবার এই বৈঠকে রাহুল গান্ধী সহ অন্য কংগ্রেস নেতারা বর্তমান পরিস্থিতির জন্য নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রশ্ন তোলেন। তারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে কোন বিরোধী দলের পরামর্শ বা তাদের কথা শুনতে রাজি নয়। পরে হয়তো এই পরামর্শগুলোই জরুরি ভেবে পরে চালু হবে।

রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোটে এসেও ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : "দিদিকে ধুমধাম করেই বিদায় জানানো উচিত।" এমনটাই মনে করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার আউশগ্রামের পাশাপাশি আরও দুটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। আমডাঙায় রোড শো এবং নদিয়ার চাপড়ায় জনসভা। দুটি জনসভা থেকেই রাজ্যের শাসকদলকে তীব্র আক্রমণ করেন অমিত শাহ। রাজ্যের ভোটপ্রচারে প্রথম থেকেই অনুপ্রবেশ, মতুয়াদের নাগরিকত্বের মতো ইস্যুকে হাতিয়ার করেছেন শাহ।

এদিন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধলেন। তিনি বলে দিলেন, "২ মে বাংলা থেকে দিদির বিদায় তো নিশ্চিত। তবে, দিদিকে বিদায় দিন ধুমধাম করে।" মমতা দিদি বড় নেত্রী। তাই ওঁকে ধুমধাম করেই বিদায় জানানো উচিত।"

তিনি আরও বলেন,"মমতা দিদি ১০ বছর ধরে বাংলার মতো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। এ হেন নেত্রীর বিদায় একটু সম্মানের সঙ্গে হওয়া উচিত। একটু ধুমধামের সঙ্গে হওয়া উচিত।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্পষ্ট কথা, "বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিদায় তখনই ধুমধাম করে হবে, যখন বাংলায় বিজেপি দুশোর বেশি আসন পাবে।" বাংলার ভোটারদের কাছে শাহর অনুরোধ, "মমতার বিদায় নিশ্চিত করার জন্য বিজেপিকে দু'শোর বেশি আসনে জেতান।" রাজ্যে আগামী তিন দফার ভোটের ক্ষেত্রেও বাড়তি গুরুত্বপূর্ণ মতুয়া ভোটব্যাংক। তাই এদিনের জোড়া সভা থেকেই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে হাতিয়ার করেন শাহ। তাঁর স্পষ্ট দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে সিএএ কার্যকর করা কেউ আটকাতে পারবে না। সীমান্তের ওপার থেকে অনুপ্রবেশকারীরা তো দূরের কথা, কোনও পাখিও এপ্রান্তে আসতে পারবে না।

এদিন মমতার পাশাপাশি রাহুল গান্ধীকেও আক্রমণ করতে শোনা গেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে। দিন কয়েক আগে রাজ্যে ভোটপ্রচারে এসে বিজেপি তথা আরএসএসকে তীব্র আক্রমণ শানান প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। প্রশ্ন তোলেন বিজেপির ডিএনএ নিয়ে। যার জবাবে শাহ এদিন পালটা কংগ্রেস নেতাকে কোণঠাসা করলেন। তাঁর বক্তব্য, "ভোট অর্ধেক মিটে যাওয়ার পর পর্যটকের মতো রাহুল বাবা এসেছিলেন বাংলায়।" বিজেপির ডিএনএ নিয়ে প্রশ্নের জবাবে শাহর সপাট যুক্তি,"ইটালির সংস্কৃতি ভুলে বাংলার দিকে তাকান। আমাদের ডিএনএ দেখতে পাবেন। আমাদের ডিএনএ মানে ডেভেলপমেন্ট, বিকাশ, আত্মনির্ভর ভারত।"

বিলোনীয়ায়

● প্রথম পাতার পর

পাম্প অপারেটর জানান, আমি আমার কর্ম স্থলে নিয়মিত আসি , জল সরবরাহ করি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে জল দিতে পারি না। আজকে সকালে বিদ্যুৎ না থাকার কারণে জল দিতে পারি নি। এছাড়া বিজেপি আসার পর এই পাম্প অপারেটর থেকে সরানোর জন্য কয়েক বার আমার উপর আক্রমন হয়। অভিযোগ এলাকার বিজেপির কিছু কর্মীদের বিরুদ্ধে। এই কাজ ছেড়ে দিলে সংসার চলবে না আমার। এই কাজের টাকা দিয়ে কোন মতে পরিবার নিয়ে বেঁচে আছি।অবরোধের খবর ছুটে আসেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্য দেববর্মা সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। পাশাপাশি ছুটে আসেন ডিডব্লিউএস দপ্তরের এসডিও অঞ্জন মজুমদার, ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের বিডিও ভবেশ চন্দ্র ভদ্র। অবরোধকারীদের সাথে কথা বলেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। অবরোধকারীরা জানায় পাম্প অপারেটর নিয়মিত আসে না বলে জল পাওয়া যায় না।এলাকাবাসীর অভিযোগ পাম্প অপারেটর পরিবর্তন করে নতুন করে পাম্প অপারেটর নিযুক্ত করা হোক। কারণ পাম্প অপারেটর আশীষ মজুমদার ইচ্ছাকৃতভাবে জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। এই অবরোধের জেরে রাস্তার দু"ধারে আটকা পড়ে বহু যানবাহন।এতে বিপাকে পড়তে হয়েছে সাধারণ যাত্রীদের। এলাকাবাসীর সাথে অবরোধে শামিল হয়েছেন নেতাজি সুভাষ নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উৎপল মজুমদার নিজেও। এখন দেখার বিষয় এ ব্যাপারে প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তথ্য দিয়ে দাবি

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা রয়েছে। পরিকাঠামোগত গত বছরের পরিস্থিতি-র তুলনা টেনে এনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালের মার্চ-এ ত্রিপুরায় ১টি মাত্র আরটি-পিসিআর যন্ত্র ছিল। এখন ৭টি আরটি-পিসিআর যন্ত্র রয়েছে। তার মধ্যে এজিএমসি-তে ৫টি ধর্মনগর-এ ১টি এবং ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১টি যন্ত্র রয়েছে। তিনি জানান, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওই যন্ত্রটি চালু হয়ে যাবে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ট্রু-নেট ১০টি এবং সিবি-নেট যন্ত্র ৬টি রয়েছে। এছাড়া এন্টিজেন কিট ৪২৩৯২টি এবং আরটি-পিসিআর কিট ২৫২০৩টি রয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন হাসপাতালে ৯৬টি ভেন্টিলেটর রয়েছে। তার মধ্যে ১৭টি শুধু মাত্র করোনা চিকিতায় প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়া অক্সিজেন সিলিন্ডার রয়েছে ১৯০৬টি। তিনি বলেন, অক্সিজেন সরবরাহ সঠিক ভাবে পরিচালনায় নোডাল অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। বরিষ্ঠ আধিকারিক ডা: বিশাল কুমার-কে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তাঁর বক্তব্য, করোনা প্রকোপ-এ গত বছর আমাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। কিন্তু, গত বছর-র অভিজ্ঞতা-কে কাজে লাগিয়ে প্রস্তুতি এখন থেকেই নিয়ে রেখেছে ত্রিপুরা সরকার। পরিস্থিতি যেমন-ই হোক, শক্ত হাতে তার মোকাবিলা করা হবে।

সস্ত্রীক

● প্রথম পাতার পর

করোনা-র নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, তাঁদের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর করোনা রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাঁরা সুস্থ আছেন। তবে, ভীষণ দুর্বলতা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি সঞ্জয় মিশ্র জানিয়েছেন, সকলের আশীর্বাদে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব করোনা-কে হারাতে সফল হয়েছেন। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং শীঘ্রই নতুন উদ্যমে প্রশাসনিক কাজ শুরু করবেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে তিনি মুখ খুলে বলেন, নরেন্দ্র মোদির ভুল সিদ্ধান্তের ফলে দেশে চরম আর্থিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে। এবং বিগত বছর লকডাউনের ফলে রাস্তায় বহু পরিযায়ী শ্রমিকের প্রাণহানিও হতে হয়েছে। চলতি বছর গোটা দেশে পুনরায় করোনা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী অর্থের জন্য অধিকাংশ ভ্যাকসিন বিদেশে রপ্তানি করে দিয়েছেন। এই মুহূর্তে বিভিন্ন রাজ্যের চরম সংকট দেখা দিয়েছে অর্থাৎ অক্সিজেন সিলেন্ডারের অভাব ও ভ্যাকসিনের অভাব। কিন্তু তখন মোদি ক্ষমতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে পড়ে আছেন। করোনা বিধি মানছেন না প্রধানমন্ত্রী। মাস্ক না পরে জনসভায় সমাবেশ করছেন। নির্বাচন কমিশন সবকিছু দেখে শুনে বুঝেও বিজেপি হাতের পুতুল হয়ে গেছে।

আমেরিকায় করোনা-সংক্রমণ ফের বাড়ল, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৮৭ জনের

ওয়াশিংটন, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): আমেরিকায় ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১,৭৭৩ জন। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৮৮৭ জনের। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় ৩২,৩০৫,৯১২-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮৮৭ বেড়ে আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার ৯৪২ জনের।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৮১ হাজার ৭৭৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৮৭ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩২,৩০৫,৯১২-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৪, ৮৩৬,১৮৭ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৬৮ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৮৩ জন।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে একদিনের পর টি-২০ সিরিজও জিতল পাকিস্তান

সেঞ্চুরিয়ন, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : পাকিস্তান দলের অধিনায়ক বাবর আজমের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের সিরিজের পর টি-২০ সিরিজও জিতে নিল । চার ম্যাচের সিরিজ ৩-১ জিতে নেয় পাকিস্তান। শুক্রবার সুপারস্পোর্ট পার্কে চতুর্থ তথা সিরিজের শেষ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩ উইকেট হারায় পাকিস্তান।

এরআগে বুধবার তৃতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজে ২-১ করেছিল পাকিস্তান। এদিন শেষ ম্যাচে হারিয়ে সিরিজ পকেটে পুরল বাবরের দল। সেই সঙ্গে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ জেতার পর চার ম্যাচের টি-২০ সিরিজও জিতে নিল পাকিস্তান। এদিন জিতে শেষ ১৪টি টি-২০ ম্যাচের মধ্যে ১০টি জিতল পাকিস্তান। চলতি বছরে অক্টোবরে ভারতের মাটিতে টি-২০ বিশ্বকাপের আগে এই জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।

দ্রুততম সেঞ্চুরিই পাশাপাশি আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে পাকিস্তানের মধ্যে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত স্কোরের রেকর্ডও ভাঙেন বাবর। এদিন ৫৯ বলে ১২২ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জেতানোর পাশাপাশি শেহজাদেরই ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ১১১ রানের রেকর্ড ভাঙেন পাক অধিনায়ক বাবর ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

বিজেপি তৃণমূলের সংঘর্ষে উত্তেজনা চোপড়ায়, নামল র‍্যাফ

চোপড়া, ১৭ এপ্রিল (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি তৃণমূলের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শনিবার সংঘর্ষে আহত হয়েছেন দুপক্ষের মোট ১৮জন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে চোপড়া থানার বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামানো হয়েছে র‍্যাফ। চোপড়া বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শাহিন আখতারের গাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি গুলি চালনার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুস্কৃতিদের বিরুদ্ধে। পালটা চোপড়ার তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে।

আগামী ২২ এপ্রিল চোপড়া বিধানসভার ভোট। শেষ মুহুর্তের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেস। চোপড়া গ্রামপঞ্চায়েতের আড়ালি গ্রামে শনিবার দুপুরে প্রচারে যান বিজেপি প্রার্থী শাহিন আখতার। অভিযোগ সেইসময় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক হামিদুল রহমানের নেতৃত্বে সেই সময় বিজেপির মিছিলে হামলা চালায় তৃণমূলের কর্মীরা। এমনকি সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীরা গুলিও চালায় বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থী শাহিন আখতারের। ভাঙচুর করা হয় বিজেপি প্রার্থীর গাড়িও। শাহিন আখতার এও দাবি করেছেন যে, শুধু বিজেপি কর্মী সমর্থক নয় তৃণমূলের সন্ত্রাসে আমআদমিও বাদ পড়েনি। বিজেপি প্রার্থী শাহিন আখতার জানান, আরালি গ্রামে এদিন তৃণমূল দুস্কৃতীরা র‍্যালির উপর হামলা চালায়। সাত আটজন বিজেপি কর্মী সেই হামলার ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে তিনি দাবি করেন। অপরদিকে বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা চোপড়ার তৃণমূল পার্টি অফিসে ঢুকে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে অভিযোগ চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহম্মদ আজাহারউদ্দিন। তাঁর অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা তাদের কর্মীদের ওপরেও হামলা চালায়। হামলায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি তৃণমূল নেতা মহম্মদ আজাহারউদ্দিনের।

করোনা-রুখতে কঠোর ভারতীয় রেল মাস্ক না পরলেই ৫০০ টাকা জরিমানা

নয়াদিল্লি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): করোনা-রুখতে এবার আরও কড়া হল ভারতীয় রেল। রেল স্টেশন, ট্রেন অথবা স্টেশন চত্বরে কেউ যদি মাস্ক না পরেন তাহলে তাঁকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। শনিবার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় রেল। লোকাল ট্রেন হোক অথবা স্টেশন-বহু সময়েই দেখা যায় যাত্রীদের মুখে মাস্ক নেই। ট্রেনের ভিতরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা! করোনাকে রুখতে মাস্কের প্রয়োজনীয়তা, সামাজিক দূরত্ব বিধি মেনে চলা সম্পর্কে ট্রেনের কামরায় সবসময়ই প্রচার করা হয়। তাতেও হুঁশ ফিরছে না কারও।

দেশজুড়ে এখন হু হু করে বেড়েই চলেছে করোনার প্রকোপ। সংক্রমণের পাশাপাশি মৃত্যু-মিছিল বাড়ছেই। এমতাবস্থায় করোনা-রুখতে এবার আরও কড়া হল ভারতীয় রেল। শনিবার রেলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, রেল স্টেশন, ট্রেন অথবা স্টেশন চত্বরে কেউ যদি মাস্ক না পরেন তাহলে তাঁকে ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে।

সংক্রমণ রুখতে

● প্রথম পাতার পর

করার দিকগুলো। আলোচনায় উঠে আসে দেশের ভ্যাকসিন মজুতের পরিমাণও। বিভিন্ন দফতরের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত থাকেন।

দেশে সুনামির মত আছড়ে পড়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। লাগাতার বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম রিপোর্ট অনুযায়ী আক্রান্তের নিরীখে ভারত আবার নতুন রেকর্ড তৈরি করল। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৯২ জনের শরীরে। এখনও পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০৯ জন। কোরোনার বলি হয়েছে ১ হাজার ৩৪১ জন। যা শুক্রবারের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি।এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৫০জন মানুষ করোনার বলি হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৫৪ জন। এইমুহূর্তে দেশে সক্রিয় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৪০জন। এখনও পর্যন্ত কোভিড টিকা পেয়েছেন দেশের ১১ কোটি ৯৯ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৪১ জনকে। তবে সংক্রমণ তাতেও রোখা যাচ্ছে না।

গত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসেই মনে হয়েছিল, স্বস্তি ফিরিয়ে করোনা কমছে। সম্ভবত তার পুরোপুরি বিদায়ের ক্ষণও এসেই গিয়েছে। কিন্তু এ বঙ্গ এখনও রঙ্গে ভরা। সেই রঙ্গের নাম 'ভেরিয়্যান্ট'। করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে যা সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আতঙ্ক, কারণ, করোনাভাইরাসের এই নতুন রূপ (ভেরিয়্যান্ট) দ্রুত 'মিউটেশন' করে।

মহারাষ্ট্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ করোনা সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউয়ে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই নতুন রূপ। এখনও পর্যন্ত ভারতেই এই রূপটির হদিশ মিলেছে। দ্বিতীয় ঢেউয়ে পশ্চিমবঙ্গে গত রবিবার পর্যন্ত যত জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই ভারতীয় রূপের শিকার। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমের কথায়, এক জনের দেহ থেকে অন্য জনের দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে ভাইরাসের এই রূপ অন্যান্য নতুন রূপের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়। সেটাই আতঙ্কের কারণ।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের ধারনা, মহারাষ্ট্র থেকেই এই রূপটি এ রাজ্যে এসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। লকডাউন উঠে যাওয়ার পর রাজ্যের বহু পরিযায়ী শ্রমিক ও বেসরকারি সংস্থাগুলির কর্মচারী আবার মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলায় ফিরে গিয়েছিলেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ গোড়া থেকেই ভয়াবহ হয়ে ওঠায়, আর তার ভরকেন্দ্র মূলত মহারাষ্ট্র হওয়ায় তাঁদের একটা অংশ ইতিমধ্যেই আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে এসেছেন। তাঁদের মাধ্যমেই এই ডাব্‌ল মিউট্যান্ট রূপটি রাজ্যে ঢুকেছে বলে মনে করা হচ্ছে। পার্থপ্রতিম অবশ্য এই যুক্তিও মানতে রাজি নন। তাঁর কথায়, "পর্যাপ্ত তথ্যাদি হাতে না আসা পর্যন্ত এমন কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না। কোন রাজ্য থেকে ডাব্‌ল মিউট্যান্ট পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছে তা নিখুঁত ভাবে জানতে হলে কনট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের প্রয়োজন। যা গত বছর লকডাউন উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে।" চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামীর কথায়, "হু-র গাইডলাইন অনুয়ায়ী কোনও দেশের জনসংখ্যার প্রতি ৩০০ জনে একটি করে জিনোম সিকোয়েন্সিং হওয়া উচিত। ভারতে দু'টি ঢেউ মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারেরও কম সংখ্যক মানুষের জিনোম সিকোয়েন্সিং করা সম্ভব হয়েছে। আগের মতো কনট্যাক্ট ট্রেসিং বা ক্লাস্টার ম্যাপিংও করা হচ্ছে না"

করোনা সংক্রমণ রোধ করতে মাস্ক পরার দিকে বারবার জোর দিতে বলছেন চিকিৎসক ও বিশেষজ্ঞরা। এবার রেল এই নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল। রেলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ট্রেনে, প্ল্যাটফর্মে বা রেলের কোনও জায়গায় মাস্ক না পরলে জরিমানা করা হবে।

দেশে ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে করোনা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাস থাবা বসিয়েছে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৯২ জনের শরীরে। এখনও পর্যন্ত মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০৯ জন। কোরোনার বলি হয়েছেন ১ হাজার ৩৪১ জন। যা শুক্রবারের তুলনায় বেশ খানিকটা বেশি। এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৫০জন মানুষ করোনার বলি হয়েছেন। এই সংক্রমণে লাগাম টানতে ইতিমধ্যেই একাধিক রাজ্যে শুরু হয়েছে আংশিক লকডাউন।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মোটের উপর শান্তিপূর্ণ

● আটের পাতার পর

হচ্ছে না বলে খবর মিলছে। বিধাননগর নর্থের এক পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তৃণমূলের অভিযোগ, কয়েকটি বুথে ভোটারদের প্রভাবিত করছে বিজেপি। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সব্যসাচী।

রায়নায় দলীয় পতাকা ছেঁড়ার ঘটনা ঘিরে হাতাহাতি তৃণমূল-বিজেপির। পঞ্চম দফায় ভোটের মধ্যে কামারহাটি বুথের মধ্যেই মৃত্যু বিজেপির পোলিং এজেন্টের। কামারহাটির ১০৭ নম্বর বুথে মৃত্যু হয়েছে বিজেপির পোলিং এজেন্টের। সূত্রের খবর, বুথের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই এজেন্ট। তাঁকে সহযোগিতা করা হয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনায় রিপোর্ট তলব কমিশনের।

ভোটের দিনে চাকদহে বন্দুক নিয়ে রাস্তায় নির্দল প্রার্থী। অভিযোগ, ভোটারদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছিলেন। স্থানীয়রা তাঁকে ঘিরে ফেলেন। স্থানীয়দের দাবি, পালানোর চেষ্টা করছিলেন প্রার্থী। ইতিমধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। নির্দল প্রার্থীর অভিযোগ, তাঁর দিকে আগ্নেয়াস্ত্র ছুঁড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশের কাছে পিস্তল নিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি।

আজ মধ্যমগ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। মধ্যমগ্রামে কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ানের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়লেন সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিনি বলেন, 'বেশি দেখানোর চেষ্টা করবেন না। যতটা আমি করতে পারেন, তার থেকে বেশি করছেন। ওখানে গুলি চালিয়ে দিয়েছিলেন। এটা শীতলকুচি নয়, মনে রাখবেন।'

পঞ্চম দফার নিরবাচনেও গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, শনিবার ভোটগ্রহণ পর্বের মধ্যেই মাটি লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। লাঠিচার্জেরও অভিযোগ উঠেছে। যদিও গুলি চালানোর অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। স্থানীয়দের দাবি, চাকলা পঞ্চায়েতের ২১৫ নম্বর বুথ কুড়ুলগাছা গ্রামের মাঠে পাঁচ-ছ"জন বসেছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা আসেন। তাঁরা মাটি লক্ষ্য করে গুলি চালান বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা। নিজেকে স্থানীয় হিসেবে পরিচয় দেওয়া মহম্মদ জবিউল্লা মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি বলেন, "সাত-আটজন বিএসএফ-কেন্দ্রীয় বাহিনী নামল। এখানে আমাদের দু"জন শুয়েছিল। ওরা তাড়া করল সবাইকে। দিয়ে এখানে এসকে ফায়ার করল। দিয়ে আমাদের কয়েকজনকে ধানখেত পর্যন্ত তাড়া করে নিয়ে গেল। কী কারণে ফায়ার করল, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না।" এক রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। তবে কেউ হতাহত হননি। যদিও গুলি চালানোর অভিযোগ অস্বীকার করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ঘটনায় দ্রুত রিপোর্ট তলব করে নির্বাচন কমিশন। প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, কোনও গুলি চলেনি সেখানে। গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

আজ কামারহাটিতে 'আক্রান্ত' হন বিজেপি প্রার্থী রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিযোগ, মদনের বিরুদ্ধে বহিরাগতদের নিয়ে এসে হামলা চালিয়েছে তৃণমূল। বাইকে করে ইট, পাথর ছোড়া হয়। রাজুর দাবি, তাঁর হাতে এবং বুকে লেগেছে। প্রাণঘাতী হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি তাঁর।

এদিকে, আজ হাড়োয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তৃণমূলের। তৃণমূলের দাবি, দোগাছিয়ায় বুথ থেকে চেয়ার পেতে অনেকটা দূরে বসেছিলেন ঘাসফুল শিবিরের কর্মীরা। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠিচার্জ করেছে। ভেঙে দেওয়া হয় চেয়ার। যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্যালটা দাবি, নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এদিন কামারহাটির ১৬৫/১৬৬ নম্বর বুথে ঢুকতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বাধার মুখে পড়েন তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। তার পকেটও সার্চ করে। এতেই চটে যান তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র। সেখানে তিনি বলেন, মাই নেম ইজ মদন মিত্র। পাল্টা প্রশ্ন করেন, কাকে ভয় দেখাচ্ছো, মদন মিত্রকে? পকেট সার্চ করছ? তাঁর পকেট থেকে বেরিয়ে আসে একাধিক দেবদেবীর ছবি। মদন মিত্র বলেন, এটা গণতান্ত্রিক দেশ। তিন বিষয়টি নিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এদিন সুজিত বসুকে কেন্দ্রীয় বাহিনী বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ। শুধু শাসকদল তৃণমূল নয়, বিজেপির একাধিক প্রার্থীকেও আজ বুথে ঢুকতে দেওয়ার সময় বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

তবে আজ ভোট শেষে নির্বাচন কমিশন জানান জেলায় জেলায় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট দিতে পেরেছেন সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে! কল্যাণীর গয়েশপুরের ঘটনায় যে উত্তেজনা ছড়ায় পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে সেটাকে সামাল দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। শান্তিপুরের যে বোমাবাজি হয়েছে সেই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে! একটি নির্দল প্রার্থীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের বাজেয়াপ্ত তো করা হয়েছে এবং তাকে তাৎক্ষণিক গ্রেফতার করা হয়েছে। ভোট প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে এসে কামারহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। যা নিয়ে উত্তাপ ছড়ায় কামারহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে। বরাহনগরের বিজেপি প্রার্থী পার্নো মিত্র অভিযোগ করেন, তাঁর গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। সকালের দেগঙ্গায় গুলি চালনার ঘটনা ঘটেছিল বলে উত্তেজনা ছড়ায়। তবে তা উড়িয়ে দিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। আজ সকালে রাজ্য বিজেপির তরফ থেকে একটি প্রতিনিধি দল আসে। তারা অভিযোগ করেছিল একটা অডিও ক্লিপ নিয়ে। সেটা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানান! আবার শান্তিপুরে বিজেপির বিরুদ্ধে বুথ দখলের অভিযোগ তোলেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকরা। অভিযোগ এসেছে মধ্যমগ্রাম থেকেও। সেখানে একাধিক বুথে এলাকার বিজেপি আশ্রিত গুন্ডারা তাণ্ডব চালাচ্ছে বলে দাবি করে তৃণমূল কংগ্রেস। কমিশন ভোট শান্তিপূর্ণ বললেও তৃণমূল কংগ্রেস---বিজেপি উভয়পক্ষ থেকেই একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। মোট অভিযোগ জমা পড়েছে ২,২৪১টি। ভোটের ফল ঘোষণা হবে আগামী ২ মে।

ক্রীড়াঙ্গন

বোলারদের দাপটে ফের জয় মুম্বই'য়ের হারের হ্যাটট্রিক সানরাইজার্সের

চেন্নাই: ফের স্বল্প পুঁজি নিয়ে বাজিমাত করল রোহিত শর্মার মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। গত ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে কার্যত হারা ম্যাচ জিতে "মিরাকল" করেছিল তারা। এদিনও খানিকটা একই ঢং"য়ে বোলারদের দাপুটে পারফরম্যান্সে বাজিমাত পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের। ১৫১ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শেষ ৮ রানে ৫টি উইকেট খোয়াল মুম্বই"য়ের প্রতিপক্ষ। দুই ওপেনার বেয়ারস্টো-ওয়ার্নারের হাত ধরে দারুণ শুরু করা সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচ হারল ১৩ রানে। হারের হ্যাটট্রিক এড়াতে একাদশে চারটি পরিবর্তন এনে এদিন দল সাজিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ঋদ্ধিমান সাহা, জেসন হোল্ডার, টি নটরাজন ও শাহবাজ নাদিমকে বসিয়ে সুযোগ দেওয়া হয় বিরাট সিং, অভিষেক শর্মা, মুজিব-উর রহমান ও খলিল আহমেদকে। টস জিতে ব্যাটিং"য়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিলেন মুম্বই"য়ের দুই ওপেনার ডি"কক এবং রোহিত শর্মা। তবে বিধ্বংসী হয়ে ওঠার আগেই রোহিতকে (২৫ বলে ৩২) ফিরিয়ে দেন মুজিব। কুইন্টন ডি"কক ৪০ রান করলেও তাঁকে বিধ্বংসী হতে দেননি সানরাইজার্স বোলাররা। ৫টি চারের সাহায্যে ৩৯ বলে ৪০ রান আসে প্রোটিয়া ওপেনারের ব্যাট থেকে। নিয়ন্ত্রিত বোলিং"য়ে মুম্বইয়ের রানের গতিতে ভালোই হ্রাস টেনেছিল সানরাইজার্স। কিন্তু শেষলগ্নে ২২ বলে ৩৫ রানের "ক্যামিও" ইনিংস খেলে বিপক্ষের কাজটা একটু কঠিন করে তোলেন পোলার্ড। ১টি চার এবং ৩টি ছয় হাঁকিয়ে অপরাজিত থেকে দলের রান ১৫০ ছুঁইয়ে দেন ক্যারিবিয়ান পিঞ্চ-হিটার। উইকেট না পেলেও ফের কৃপণ বোলিং"য়ে নজর কাড়েন রশিদ খান। ২টি করে উইকেট নেন মুজিব-উর রহমান এবং বিজয় শংকর। জবাবে শুরুটা ভালো হয়েছিল সানরাইজার্সেরও। পাওয়ার-প্লে"তে স্কোরবোর্ডে ৫৭ রান যোগ করেন দুই ওপেনার বেয়ারস্টো-ওয়ার্নার। ২২ বলে ৪৩ রান করে বেয়ারস্টো অষ্টম ওভারে দুর্ভাগ্যজনক হিট-উইকেট হলেও জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়ে যান ইংরেজ ওপেনার। দলের রান তখন ৬৭। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেই অনুকূল অবস্থা থেকে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল করে তোলে সানরাইজার্স। মনীশ পান্ডে ফেরেন ২ রানে, ওয়ার্নার আউট হন ৩৬ রানে। বিরাট সিং এবং অভিষেক শর্মার সংগ্রহে যথাক্রমে ১১ এবং ২। ব্যাটিং হারাকিরির মাঝে দাঁড়িয়ে বিজয় শংকর ২৫ বলে ২৮ রান করে একা চেষ্টা করলেও তাঁকে ন্যূনতম সহযোগীতা করতে পারেনি কেউ। রান-আউট হন আব্দুল সামাদ। সঙ্গে চাহার-বুমরাহ এবং বোল্টের ত্রিফলা আক্রমণে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে সানরাইজার্সের ব্যাটিং লাইন-আপ। ওয়ার্নারের দলের শেষ পাঁচ ব্যাটসম্যানের কেউ দু"অঙ্কের রানে পৌঁছতে ব্যর্থ। শেষ অবধি ১৯.৪ ওভারে ১৩৭ রানে অল-আউট হয়ে হারের হ্যাটট্রিক করে সানরাইজার্স। মুম্বই"য়ের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন রাহুল চাহার এবং ট্রেন্ট বোল্ট।

নাইট রাইডার্সের মুখের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টগবগ করতে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স

প্রায় হারা ম্যাচ কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে টগবগ করতে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। আর তাদের সামনে জেতা ম্যাচ হেরে বিধ্বস্ত অবস্থায় থাকা সানরাজার্স হায়দরাবাদ। এক দল চাইবে জয়ের রথ চালু রাখতে। অন্য দল জয়ের রাস্তা খুঁজবে। শনিবার রোহিত শর্মা বনাম ডেভিড ওয়ার্নারদের দ্বৈরথে কারা শেষ হাসি হাসেন, তা সময়ই বলে দেবে। যেটা বলার জন্য অপেক্ষা করার দরকার নেই, তা হচ্ছে, প্রথম ম্যাচে বিরাট কোহালিদের কাছে হেরে গেলেও কেকেআরের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য জয় পেয়ে টগবগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তাঁদের দুই পেসার যশপ্রীত বুমরা এবং ট্রেন্ট বোল্ট দারুণ ছন্দে। স্পিন বিভাগে উড়ছেন লেগস্পিনার রাহুল চাহার, বাঁ হাতি ক্রুণাল পাণ্ড্য। চেন্নাইয়ের মন্থর, ঘূর্ণি উইকেটে নাইট রাইডার্সকে ভেঙে দিয়েছিলেন এই দু'জনই। কোনও সন্দেহ নেই, রোহিত শনিবারও তাকিয়ে থাকবেন দুই স্পিনারের দিকে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বোলিং কোচ, নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেস বোলার শেন বন্ড এ দিন বলে দিয়েছেন, রাহুল চাহার উইকেট নেওয়ার মতো বোলার। রান আটকানোর নয়। তাঁকে সেই ভূমিকাতেই চায় দল। বন্ড বলছেন, "রাহুলের বয়স এখনও খুবই কম (২১ বছর)। এর মধ্যেই দারুণ সফল হয়েছে ও। কঠিন পরিস্থিতিতে, চাপের মধ্যে দলকে জেতানোর মতো বোলিং করেছে। ওর সামনে উন্নতি করার অনেক রাস্তা রয়েছে। আমি নিশ্চিত, রাহুল সেটা করে দেখাবে।" দু'টো ম্যাচই হেরে বসে থাকা সানরাজার্সের ব্যাটিং জমাট বাঁধছে না। কেন উইলিয়ামসের চোট চিন্তায় ফেলেছে ওয়ার্নারদের। মাঝের দিকে উইলিয়ামসনের স্থায়িত্বের অভাব অনুভব করছে সানরাইজার্স। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক বলছেন, কনুইয়ের চোট সারিয়ে এই সপ্তাহের মধ্যেই সেরে উঠবেন বলে আশা করছেন। তবে শনিবারের ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা কম। এমনিতেই রান তাড়া করতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলছে হায়দরাবাদ। তার উপর চেন্নাইয়ের মন্থর, ঘূর্ণি পিচ ওয়ার্নার-বেয়ারস্টোদের মতো স্ট্রোক খেলা ব্যাটসম্যানদের আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুরুর দিকে ওয়ার্নার-বেয়ারস্টো জুটি যে ঝড়টা তুলে দিতেন প্রত্যেক বার, সেটাই এখনও পর্যন্ত হয়নি। হায়দরাবাদকে যদি মুম্বইয়ের মতো শক্তিশালী দলকে টেক্কা দিতে হয়, তা হলে তাদের তারকা ত্রয়ীকে সফল হতেই হবে। ব্যাটিংয়ে ওয়ার্নার-বেয়ারস্টো এবং বোলিংয়ে রশিদ খান। তবে মাঝের দিকের ব্যাটিংও ভোগাচ্ছে তাঁদের। মণীশ পাণ্ডে, আব্দুল সামাদরা আরসিবি-র বিরুদ্ধে আড়াআড়ি শট খেলে উইকেট ছুড়ে দিয়ে গিয়েছেন। শাহবাজ আহমেদের এক ওভারে তিন উইকেট নেওয়া তাঁদের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে থাকছে। তার মধ্যেই আজ, ফের পড়তে হচ্ছে আর এক বাঁ হাতি স্পিনার ক্রুণাল পাণ্ড্যের সামনে। ওয়ার্নারদের আর একটা বড় সমস্যা দুই প্রধান জোরে বোলার ভুবনেশ্বর কুমার এবং টি নটরাজনের সে ভাবে ছন্দ খুঁজে না পাওয়া। শনিবার রোহিতদের সঙ্গে তাঁদের ভেল্কি ফিরুক, প্রার্থনা করবেন ওয়ার্নার।

আকর্ষণের কেন্দ্রে বার্সেলোনার দুই প্রাক্তনীর দ্বৈরথ!

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, শনিবার এফসি গোয়ার প্রতিপক্ষ আল ওয়াহাদা এফসি। কিন্তু আকর্ষণের কেন্দ্রে বার্সেলোনার দুই প্রাক্তনীর দ্বৈরথ! প্রথম জন, গোয়ার কোচ খুয়ান ফেরান্দো। লা মাসিয়া থেকে উত্থান তাঁর। যদিও চোটের কারণে মাত্র ১৮ বছর বয়সেই ফুটবল ছেড়ে কোচিং শুরু করেন তিনি। দ্বিতীয় জন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আল ওয়াহাদা এ১ফসি-র ডাচ কোচ হেক্ক টেন কাটা। বার্সেলোনায় ফ্র্যাঙ্ক রাইকার্ডের সহকারী হিসেবে জিতেছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা (দু'বার)। ২০০৬ সালে আয়াখস আমস্টারডামের কোচ হন হেক্ক। লিয়োনেল মেসিদের প্রাক্তন গুরু পরের বছর চেলসিতে যোগ দেন আব্রাম গ্রান্টের সহকারী হিসেবে। দুই দলের দুই চাণক্যেরই আস্থা পাসিং ফুটবলে। কাতারের আল রায়ান এফসি-র বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে অভিষেকের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের 'ই' গ্রুপে যাত্রা শুরু করেছেন এদু বেদিয়া-রা। আল ওয়াহাদা প্রথম ম্যাচেই ইরানের পার্সিপোলিস এফসি-র বিরুদ্ধে ০-১ হারায় গোয়ার সমর্থকেরা উচ্ছ্বসিত। কিন্তু কোচ সতর্ক। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে খুয়ান বলেছেন, "আল ওয়াহাদার কোচকে আমি খুব ভাল করেই চিনি। প্রখর ফুটবল জ্ঞানের অধিকারী। বার্সেলোনায় রাইকার্ডের সহকারী ছিলেন। এই ম্যাচটা খুবই কঠিন হতে চলেছে। ফুটবলারদের উচিত মনঃসংযোগ বাড়ানো। আল ওয়াহাদা-র মাঝমাঠের প্রধান ভরসা অধিনায়ক ইসমায়েল মাতা আগের ম্যাচে শুরু থেকে খেলেননি। ৬৩ মিনিটে তিনি মাঠে নামেন। গোয়ার বিরুদ্ধে তিনি সম্ভবত প্রথম থেকেই খেলবেন। সেই সঙ্গে খুয়ানের উদ্বেগ বাড়াচ্ছে প্রতিপক্ষের ফুটবলারদের শরীরী ফুটবল। গোয়া কোচ বলেছেন, "আমার দলের ফুটবলারদের যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আমাদের খেলার আরও উন্নতি করতে হবে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ছ'টি ম্যাচ ওদের কাছে নিজেদের প্রমাণ করার সেরা মঞ্চ।" খুয়ান আরও বলেছেন, "এই প্রতিযোগিতার সব খেলাই খুব উচ্চ মানের। এই ধরনের ম্যাচে কখন আক্রমণে উঠতে হয়, কখন পাস দিতে হবে, বল কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সেই সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকাটা খুব জরুরি।" যোগ করেছেন, "এই ধরনের প্রতিযোগিতায় দলগত ফুটবল খেলতে হবে। না হলে বিপর্যয় অনিবার্য।

করোনাভাইরাসমুক্ত বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্য কাতারের

আগামী ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজকদের বড় চিন্তার কারণ হতে পারে কোভিড-১৯ মহামারী। তবে বিশ্বব্যাপী কঠিন এই পরিস্থিতিতে করোনাভাইরাসমুক্ত বিশ্বকাপ আয়োজনের লক্ষ্যে বিশাল আঙ্গিকে পরিকল্পনা করছে টুর্নামেন্টের স্বাগতিক দেশ কাতার। বিশ্বকাপ উপলক্ষে দেশটিতে সফর করা সবাইকে টিকার আওতায় আনতে কাজ করছে দেশটি।

কাতারের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কিউএনএ-এর বরাত দিয়ে এই খবর দিয়েছে রয়টার্স। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আব্দুলরহমান আল-থানি শনিবার এই পরিকল্পনার কথা জানান।

"বিশ্বকাপের জন্য আসা সবাইকে টিকার আওতায় আনতে কাজ চলছে। আশা করছি, আমরা কোভিড-মুক্ত একটা ইভেন্ট আয়োজন করতে পারব।" গত ফেব্রুয়ারিতে ফিফার সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছিলেন, আগামী বছর কাতারে হতে যাওয়া বিশ্বকাপে দেখা যেতে পারে দর্শকপূর্ণ গ্যালারি। একই সঙ্গে কাতারের সহকারী প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা আল-থানির বিশ্বাস, ২০২২ বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে কার্বন-মুক্ত প্রথম কোনো বৈশ্বিক ইভেন্ট।

মারাদোনার প্রথম বিশ্বকাপ জার্সি নিলামে

নিলামে উঠেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনার প্রথম বিশ্বকাপ জার্সি। জার্সিটির দাম দুই লাখ ডলার পর্যন্ত উঠতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ১৯৮২ সালের ১৩ জুন, গ্রুপ পর্বে বেলজিয়ামের বিপক্ষে ম্যাচে বিশ্বকাপে অভিষেক হয় মারাদোনার।

যদিও সেই ম্যাচে কোনো গোল করতে পারেননি তিনি, ম্যাচটি ১-০ গোলে হেরেছিল আর্জেন্টিনা। আকাশি-সাদা জার্সিটির সামনের দিকে কালো কালিতে রয়েছে মারাদোনার অটোগ্রাফ। স্পেনে হওয়া ওই বিশ্বকাপ থেকে ফেরার পর আর্জেন্টিনা দলের কোচ সেসার লুইস মেনোত্তির কাছ থেকে জার্সিটি উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন দেশটির জনপ্রিয় এক সাংবাদিক।

জার্সিটি নিলামে তুলেছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি ভিত্তিক নিলাম কোম্পানি 'গটটা হ্যাভ রক অ্যান্ড রোল'। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ৬৫ হাজার ডলার ভিত্তিমূল্যের জার্সিটির দাম উঠেছে ৭১ হাজার ৫০০ ডলার। নিলামের সময় শেষ হতে এখনও ছয় দিনের বেশি বাকি। কার্ডিয়াক অ্যারেস্টে গত ২৫ নভেম্বর ৬০ বছর বয়সে মারা যান ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত মারাদোনা। এর পর থেকে তার স্মৃতি বিজড়িত সবকিছুরই মূল্য উঠছে আকাশছোঁয়া। ১৯৮২ বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা খালি হাতে ফিরলেও পরের আসরে দলকে অনেকটা একক প্রচেষ্টায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নেন মারাদোনা।

NOTICE INVITING QUOTATION

In reference to the above , Udaipur Municipal Council invites quotation from the authorised Head of firms of Chartered Accountant must be in Tripura against implementation of the following works during the year 2021-22. The interested firms may submit quotation keeping the terms and conditions of this work. The details are given below :

Sl.No.	Description of works.	Financial Year	Rate.
1.	Filling of e-TDS Return(Salary & Non-Salary)	2021-22	Per Quarter .
			Per annum.
2	GST filling	-do-	Per Month.
			Per annum.
3	Audit of Annual Accounts.	2020-21	Per annum.

Terms & Conditions :

1. Firms/agencies should submit with details experience report last 3(three) years.
2. Firms/agencies should submit PAN, Trade licence and GST Certificate.
3. Rates should be specified with break up in respect of filling of e-TDS Return and GST.
4. Time of receipt of Quotation within 10 days from the date of publication in Local Dailies, if the 10th day falls on a holiday, the quotation may be dropped on the subsequent working day.
5. Agencies will be selected by comparative statement by lowest one.
6. Udaipur Municipal authority reserves the rigt3trto receive andyejecting of any the quotations in case of necessity.

Chief Executive Officer,
Udaipur Municipal Council,
Udaipur, Gomati Tripura

ICA-C-116/2021-22

On behalf of the Government of Tripura, the undersigned invites sealed quotation from the resourceful and bonafide vehicle owners for hiring of 1(ONE) NO. TATA Indica EV2 (Petrol/CNG) mode, white colour purchased not before the Calendar Year,2018 having commercial registration number for official use for 24 (twenty-four) hours. The details terms & conditions are available in the Rural Development Department. The quotations should reach to the undersigned on or before 28/04/2021 at 4.00 P.M during office hours positively & the tender will open on 03/05/2021 at 12.00 PM in the office chamber of the Section Officer, Rural Development Department.

(Amarjiban Debbamra)
Section Officer, Gr.-III (HoO)
Rural Development Department
Government of Tripura

ICA-C-111/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER

IGDC CREFLAT Project, PMA-Gandhigram invites tender from CAG empanelled Chartered Accountants Firms/External Auditor for conducting audit of IGDC CREFLAT project Accounts , its related records following KfW-ToR, guidelines for PMA office, Gandhigram and 2 DPMA offices at Dhalai District (Ambassa) and at North Tripura District (Dharmanagar) for the FY 2020-2021. Quotation in sealed cover will be received up to 5:00pm of 30'1' April, 2021 in the chamber of DDO IGDC Project and will be opened on the next working day . Details may be seen on the website *: forest.tripura.gov.in*

CEO & PROJECT DIRECTOR
IGDC CREFLAT PROJECT

ICA-C-104/2021-22

NOTIFICATION

It has been decided that all Crèche Cenwrs run by different NGOs under the Deptt. of SW 86 SE , Govt. of Tripura shall remain closed w.c.f. 19.04.2021 as preventive measure to check community transmission of COVID-19. However, Supplementary Nutrition Programme (SNP) foods shall be provided to the guardians of children in the Creches as Take Home Ration as per norms of National Crèche Scheme (NCS) without any disruption.

This will come into force with immediate effect and unitil further order.

Director
Social Welfare & Social Education
Govt. of Tripura
Agartala, Tripura

ICA-D-077/2021-22

GOVERNMENT OF TRIPURA
JOINT RECRUITMENT BOARD, TRIPURA (JRBT)
DIRECTORATE OF EMPLOYMENT SERVICES & MANPOWER PLANNING
AGARTALA : WEST TRIPURA

No.F.10(65)/D-ESMP/ESTT/2020/P-II/1187

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সকল আবেদনকারীদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০১/২০২০ তারিখ ২৭শে নভেম্বর, ২০২০ (সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০১/২০২০ তারিখ ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২১) এবং বিজ্ঞপ্তি নম্বর ০২/২০২০ তারিখ ৩রা ডিসেম্বর, ২০২০, দ্বারা অবহিত, Joint Recruitment Board, Tripura (JRBT) পরিচালিত গ্রুপ সি ও মাল্টি টাস্কিং স্টাফ (গ্রুপ ডি) পদের জন্য **E-Admit Card download করার শেষ তারিখ ২২.০৪.২০২১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।**

যে সকল আবেদনকারীরা এখনো তাদের Admit Card download করেননি তাদেরকে নিম্নলিখিত উপায়ে অতিসত্তর তাদের Admit Card download করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে;

* আবেদনকারীরা JRBT ওয়েবসাইট (http://www.jrbtripura.com) থেকে তাদের User-id এবং Password ব্যবহার করে তাদের Admit Card download করতে পারবেন।

* আবেদনকারীরা JRBT ওয়েবসাইট থেকে তাদের Acknowledgement Number ব্যবহার করে তাদের অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। (এই URL address/link: ব্যবহার করুন: http://www.jrbtripura.com/#/admitcard অথবা visit করুন **www.employment.tripura.gov.in-> Joint Recruitment Board-> Admit card Download**। এই web page থেকে Admit Card download করার জন্য আবেদনকারীরা acknowledgement number টাইপ করুন, Generate এ click করুন এবং Download এ click করুন।

* **বহির্রাজ্যের আবেদনকারীরা** যারা এখনও তাদের Admit Card download করেননি/ website থেকে download করতে অক্ষম / download করা e-admit Card এ তাদের কোনও ভুল/ত্রুটি রয়েছে, তাদের এই email: jrbtripura.rect2020@gmail.com এবং হোয়াটসঅ্যাপ নং 9402100922 এর মাধ্যমে JRBT সাথে অতিসত্তর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

* যদি আবেদনকারীদের Admit Card এ কোনও ধরণের ভুল/ত্রুটি থাকে তবে তাকে নিচে দেওয়া জেলা Help Desk এর সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

* যদি আবেদনকারীরা JRBT website থেকে তাদের Admit Card Download করতে অক্ষম হন তবে তাদের অবিলম্বে নিজ নিজ জেলার Help Desk এর সাথে অতিসত্তর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। জেলা Help Desk এর তালিকা নিম্নরূপ **(হেল্প ডেস্ক সমস্ত সরকারি ছুটির দিন অর্থাৎ ১৮, ২১ এবং ২২শে এপ্রিল, ২০২১ সহ প্রতিদিন কার্যকর থাকবে) ঃ**

ক্রমিক নং	জেলার নাম	যোগাযোগের অফিস	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগাযোগের নম্বর
1.	West Tripura	District Employment Exchange cum Model Career Centre, Office Lane, Agartala.	Sri Anish Ranjan Bhattacharjee, SRO (Nodal Officer)	Phone No. 0381-2326582
2.	Sepahijala	District Labour Office, Near UCO Bank, Bishramganj Market, Sepahijala	Sri Partha Sarathi Datta, Asstt. Dir. (Emp.) (Nodal Officer)	Mob.8794549322
3.	South Tripura	District Labour Office, Near DM Office, Belonia	Sri Rajesh Dutta, Statistician (Nodal Officer)	Mob.9436581249
4.	Dhalai	District Employment Exchange, Dalu Bari, Ambassa	Sri Pranay Sankar Dey, Asst Director (VG-Tech) (Nodal Officer)	Mob.9485161407
5.	Khowai	District Labour Office, Subhas Park, Near Krishnamandir, Khowai	Sri Gautam Majumdar, Employment Officer (Spl) (Nodal Officer)	Mob.9612020772
6.	North Tripura	District Employment Exchange cum Model Carrer Centre Dharmanagar	Sri Debanjan Nag, Asst. Employment Officer, (Nodal Officer)	Mob.8794408643
7.	Unakoti	District Employment Exchange, Kailashahar, Unakoti,	Sri Pinku Das, Asst. Employment Officer (Nodal Officer)	Phone No. 03824-295030
8.	Gomati	District Employment Exchange, Udaipur.	Ms Niharika Debbarma, Asst. Employment Officer (Nodal Officer)	Mob.8794920401

আবেদনকারীদের সমস্ত সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি/তথ্যের জন্য এই http://www.jrbtripura.com এবং www.employment.tripura.gov.in website টি নিয়মিত visit/log-in করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sd/- Illegible
Chairman,
Joint Recruitment Board
(Director, Manpower)
Government of Tripura

ICA-D-069/2021-22

মুজিব নগর দিবস উপলক্ষে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারি হাই কমিশনে বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছবি নিজস্ব।

করোনা রোধে মাস্ক, অভিযান জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। করোনার প্রকোপ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছে।বাড়ি থেকে বের হলে প্রত্যেককে মাস্ক পরিধান করা এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে, জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করে একাংশের মানুষজন মাস্ক পরিধান না করেই রাস্তায় বের হচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রেই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না।

প্রশাসনকে নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে। শনিবার আগরতলা পশ্চিম থানার সামনে বিভিন্ন যানবাহন ও দ্বিচক্রযান আটক করে মাস্ক পরিধান করেছে কিনা তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছিল পুলিশ। যারা মাস্ক পরিধান করেনি তাদেরকে ২০০ টাকা আর্থিক জরিমানা করা হয়। তাতেই বিপত্তি। এক দ্বিচক্রযান চালক মাস্ক পরিধান না করায় কর্মকর্তারা তাকে আটক করে আর্থিক জরিমানা দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু আইন অমান্যকারী ওই ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই আর্থিক জরিমানা দিতে রাজি নন।

তিনি পাল্টা আক্রমণ করে বলেন গত কিছুদিন আগে ত্রিপুরা জেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা মাস্ক পরিধান করেননি। আইন শুধু সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় বলে তিনি অভিযোগ করেন। কিরে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে রীতিমতো তর্কে জড়িয়ে পড়েন। তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেন আর্থিক জরিমানা দেবেন না প্রয়োজনে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে আদালতে প্রেরণ করুন। আদালতেই তিনি জবাব দিতে চান বলে স্পষ্ট ভাবে বলেন।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত প্রশাসন এক্ষেত্রে পিছু ঘটে বলে জানা যায়।

পারিবারিক কলহের জেরে মহিলার আত্মহত্যার চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। শনিবার বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার লেম্বুতলি এলাকায় এক মধ্যবয়স্ক মহিলা পারিবারিক কলহের জেরে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। বর্তমানে ওই মহিলা অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পুরান লেম্বুতুলী এলাকায় ৫৬ বছরের এক উপজাতি মহিলা স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে গায়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করেন। শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে যায়। তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ মহিলার পত্র জানায় মা-বাবার মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হত। পারিবারিক ঝামেলার জেরেই তার মা গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে জানান তার পুত্র। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়।বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মহিলা নিজেই গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে নাকি তার গায়ে আগুন জেলে তাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

কালবৈশাখীর ঝড়ে বহু এলাকায় ব্যপক ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। শনিবার ভোররাতে কালবৈশাখীর ঝড়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গোমতী জেলার উদয়পুরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর মিলেছে।শনিবার ভোরবেলা উদয়পুর মহকুমার বেশ কিছু জায়গায় প্রচন্ড ঝড় এবং বৃষ্টি পাত হয়েছে। এতে উদয়পুর টেপানিয়া আর ডি ব্লকের অন্তগত গকুলপুর গাঁও পঞ্চায়েত এলাকার জাতীয় সড়কের পাশে পাঁচটি দোকানের টিনের ছাউনি উড়ে গেছে।

শনিবার ভোর হতেই দোকানের মালিকরা দোকানে এসে দোকানের দৃশ্য দেখে হতবাক।দোকানের মালিক সুমন মজুমদার জানান তিনটি দোকানের ক্ষতি সবচেয়ে বেশি।যামিনী ফার্টিলাইজারের দোকানে কৃষির জিনিস পত্র মজুদ ছিল। যামিনী এন্টারপ্রাইজে কৃষি জাতিয় বীজ কৃষি যন্ত্রপাতি. গো খাদ্য এবং লক্ষ্মী ভ্যারাইটিজ মুদি দোকান ও একটি রেস্টুরেন্টে ক্ষতি হয়েছে বেশি। যামিনী ফার্টিলাইজারের ও যামিনী এন্টারপ্রাইজের মালিক সুমন মজুমদার জানান তাদের দোকানের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার ও মুদি দোকানের প্রায় ৫০ হাজার টাকার মতো ক্ষতি হয়েছে।

বামুটিয়ায় নাবালিকার শ্লীলতাহানি ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। বামুটিয়ায় শাসক এক নেতার নেতার বিরুদ্ধে নাবালিকার শ্লীলতাহানীর গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য শাসক দলের নেতারা পরিবারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে।শাসক দল বিজেপির এক বুথ সভাপতির দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার ১৩ বছর বয়সী নাবালিকা। ঘটনা বামুটিয়া এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের তরফে জানানো হয় বামুটিয়া বিজেপি মন্ডল ১০নং বুথ সভাপতি রতন পাল সন্ধ্যারাতে বাড়িতে ঢুকে নাবালিকা মেয়েটিকে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। নাবালিকা র শ্লীলতাহানি করে শাসকদলের ওই নেতা। নাবালিকা মেয়েটি তার মা বাবাকে বিষয়টি সাথে সাথে জানায়। স্থানীয় মেম্বার প্রধানদের কাছে সুবিচারের জন্যে দারস্থ হয় তার মা বাবা। কিন্তু মেম্বার প্রধান ঘটনাটি শুনে উল্টো চোখ রাঙিয়ে তাদের বলে এ খবরটি যেন আর কাউকে না বলে। অবশেষে বামুটিয়া ফাড়িতে গত ১৬ই এপ্রিল লিখিত অভিযোগ করা হয়। পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পর থেকেই পরিবারের ওপর নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে শাসক দল। নাবালিকার পরিবারের লোকজনদের হুমকি দেয়া হয় বলে অভিযোগ। ভয়ে কয়েকদিন নাবালিকা সহ তার মা বাবা মুখ না খুললেও, বর্তমানে উনারা সংবাদ মাধ্যমের সামনে ঘোটা ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরেন।শাসক দলীয় নেতার এ ধরনের এ ধরনের কাজকর্ম ঘিরে এলাকার জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

মোহনপুরে প্রতিবেশীর আক্রমণে আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের মহাদেব পাড়ায় প্রতিবেশী যুবকের আক্রমণে গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে এক ব্যক্তি।প্রতিবেশী যুবকের মারে রক্তাক্ত ব্যক্তির নাম বিবেকানন্দ সরকার। ঘটনা শুক্রবার রাতে মোহনপুরের মহাদেব পাড়াতে। আহত ব্যক্তি বর্তমানে মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। আহত ব্যাক্তি নিজেই জানায় প্রতিদিনকার মত কাজ সেরে শুক্রবার রাত্রি আনুমানিক আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরার পথে পাড়ারই বিকাশ সরকার নামে এক যুবক তার পথ আটকে মারতে থাকে ইট দিয়ে বিবেকানন্দ সরকারের মাথায় আঘাত করে।তাতে রক্তাক্ত অবস্থায় জ্ঞানহীন হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকলে স্থানীয় লোকজনরা তাকে নিয়ে আসে মোহনপুর কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে।

খাদ্য আন্দোলনে নিহত ছাত্রনেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাল এসএফআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। খাদ্য আন্দোলনের শহীদ ছাত্রনেতা সৌমেন্দ্র সূত্রধরের ৫৪ তম শহীদান দিবস এসএফআইয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় শনিবার রাজ্য জুড়ে পালিত হয়। এ উপলক্ষে রাজধানীর সিটি সেন্টারের সামনে শহীদ ছাত্রনেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এসএফআই নেতৃবৃন্দ। সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। কর্মসূচিতে অংশ নেন এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। খাদ্য আন্দোলনের শহীদ সৌমেন্দ্র সূত্রধরের আত্ম বলিদান প্রসঙ্গে ছাত্রনেতা সন্দীপন বলেন ১৯৬৮ সালে অমরপুরে সংঘটিত খাদ্য আন্দোলনে অংশ নিতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন সৌমেন্দ্র সূত্রধর। করোন পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে রাজ্যজুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে শহীদ ছাত্রনেতা সৌমেন্দ্র সূত্রধরের শহীদান দিবস।

পৃথক স্থানে যান সন্ত্রাসের বলি হলেন দু'জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রানির বাজার এবং এডি নগরে দুটি পৃথক পথ দুর্ঘটনায় দুজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।রাজ্যে পথ দুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন কোন না কোন স্থানে প্রথম দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটে চলেছে। শনিবার রানীর বাজারে পথদুর্ঘটনায় এক অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। দুর্ঘটনায় মৃত শিক্ষকের নাম নারায়ন দেবনাথ। ঘটনাটি ঘটেছে রানীর বাজার স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। মৃত শিক্ষকের বাড়ি ওই এলাকাতেই। জানা যায় তিনি বাইসাইকেল দিয়ে বের হয়েছিলেন। একটি দ্রুতগামী লরি তাকে ধাক্কা দেয়। বাইসাইকেল দিয়ে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নারায়ন দেবনাথ। স্থানীয় মানুষজন গাড়িটি আটক করেন। বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে গাড়িটি। এদিকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে নারায়ন দেবনাথের দেহ জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।এদিকে শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এ ডি নগরে বাইকের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন অটোচালক। তার নাম পল্লব ব্যানার্জি। বাড়ি কাঠালতলী এলাকায়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। জিবি হাসপাতাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মোটের উপর শান্তিপূর্ণ পঞ্চম দফায় নির্বাচন,ভোটপড়ল ৭৮.৩৬ শতাংশের বেশী

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): জেলায় জেলায় কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও মোটের উপর শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ভোট দিতে পেরেছেন সাধারণ মানুষ বলেও দাবি নির্বাচন কমিশনের। বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ৭৮.৩৬ শতাংশ। জলপাইগুড়িতে ভোট পড়েছে সবচেয়ে বেশি ৮১.৭৩ শতাংশ। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কালিম্পঙে ভোট পড়েছে ভোট পড়েছে ৬৯.৫৬ শতাংশ, দার্জিলিঙে ভোট পড়েছে ৭৪.৩১ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ভোট পড়েছে ৭৪.৮৩ শতাংশ, পূর্ব বর্ধমানে ভোট পড়েছে ৮১.৭২ শতাংশ এবং নদিয়ায় ভোট পড়েছে ৮১.৫৭ শতাংশ। আজ দিনভর মোট ২,২৪১টি অভিযোগ জমা পড়ে। বিভিন্ন ঘটনায় এখন পর্যন্ত ২৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে! কল্যাণীর গয়েশপুরের ঘটনায় যে উত্তেজনা ছড়ায় পুলিশ কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে সেটাকে সামাল দেওয়া হয়েছে বলে জানান মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। আজ এক নির্দল প্রার্থীর কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এবং তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই দফায় ভাগ্য পরীক্ষা হয় ৩৪২ জন প্রার্থীর। মোট ভোটার ছিলেন ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ৩৪৪ জন। পঞ্চম দফায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে ছিলেন ১০৭১ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী।

শনিবার ছিল রাজ্যের পঞ্চম দফার বিধানসভা নির্বাচন।করোনা বিধি মেনে এদিন সকাল সাতটা থেকে পশ্চিমবঙ্গের ৪৫টি আসনে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। ভোটদান চলে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত। এই দফায় উত্তর ২৪ পরগনা, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান-এই ছ''টি জেলার ৪৫টি আসনে ভোটগ্রহণ হয় সকাল থেকেই ভোটের লাইন ছিল লম্বা। বেলা যত গড়িয়েছে ততই বেড়েছে ভোটের হার। দুপুর ১ টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ছিল ৫৪.৬৭ শতাংশ। জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে। সেখানে ভোটের হার ৫৯.৫৭ শতাংশ। এদিকে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কালিম্পঙে। কালিম্পঙে ভোট পড়েছে ভোট পড়েছে ৪৩.২৮ শতাংশ। এছাড়া, দার্জিলিঙে ভোট পড়েছে ৫১.১৫ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ভোট পড়েছে ৫০.৩৭ শতাংশ। দুপুর দুপুর ১ টা পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানে ভোট পড়েছে ৫৮.২ শতাংশ। এদিকে এই সময়ে নদিয়ায় ভোট পড়েছে ৫৭.৭২ শতাংশ হারে।

দিনভর নানা ঘটনার মধ্যে বেলা ৩টেতে ভোটের এই হার বাড়ে অনেকটাই। এদিন বেলা দুপুর ৩ টে পর্যন্ত ভোটদান পড়ল ৬৯.৪ শতাংশ হারে। জলপাইগুড়িতে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে। সেখানে ভোটের হার ৭৪.৮২ শতাংশ। এদিকে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কালিম্পঙে। কালিম্পঙে ভোট পড়েছে ভোট পড়েছে ৬২.৭১ শতাংশ। এছাড়া, দার্জিলিঙে ভোট পড়েছে ৬৪.১ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ভোট পড়েছে ৬৫.৫২ শতাংশ। দুপুর দুপুর ৩টে পর্যন্ত পূর্ব বর্ধমানে ভোট পড়েছে ৭২.২৫ শতাংশ। এদিকে এই সময়ে নদিয়ায় ভোট পড়েছে ৭২.৭৪ শতাংশ হারে।

শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিকেল ৫ টাতে ভোটদানের এই হার পৌঁছয় ৭৮.৩৬ শতাংশে। জলপাইগুড়িতে ভোট পড়ে সবচেয়ে বেশি ৮১.৭৩ শতাংশ। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে কালিম্পঙে ভোট পড়েছে ভোট পড়েছে ৬৯.৫৬ শতাংশ, দার্জিলিঙে ভোট পড়েছে ৭৪.৩১ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগনায় ভোট পড়েছে ৭৪.৮৩ শতাংশ, পূর্ব বর্ধমানে ভোট পড়েছে ৮১.৭২ শতাংশ এবং নদিয়ায় ভোট পড়ে ৮১.৫৭ শতাংশ।

এদিন সকালে কল্যাণীতে ভোটদানে 'বাধা'-র প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ ভোটারদের। অভিযুক্ত তৃণমূল। এদিন সুকান্তনগরে স্থানীয়দের (বিজেপি সমর্থক হিসেবে পরিচিত) ভোট দিতে বাধার অভিযোগ। অভিযুক্ত তৃণমূল। প্রতিবাদে হাতে ভোটার কার্ড নিয়ে গয়েশপুর-কল্যাণী বাইপাস অবরোধ। এক ভোটারের দাবি, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। এবারও তাঁদের ভয় দেখানো হয়েছে। ভোট দিতে যাওয়ার পথে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

এদিকে, বিধাননগরে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। বিধাননগরের বিজেপি প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত দাবি করেন, ভোটারদের বেরোতে দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা শহরে আরও এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরের ভগবান ঠাকুর চৌমুহনীতে নেশাগ্রস্ত এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম মামুন দাস।রাজধানীর একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করা যুবক মামুন দাস চেন্নাইয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করত। সে মারাত্মকভাবে ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে পড়েছিল। পরিবারের লোকজন না তাকে নেশার কবল থেকে মুক্ত করার জন্য নেশা মুক্তি কেন্দ্র চিকিৎসা করিয়েছেন। গত কিছুদিন ধরে সে নেশার কবল থেকে অনেকটাই দূরে ছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

নেশাখোর বন্ধুদের কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ওই যুবক। নেশাখোর ওই যুবকদের আড্ডাখানা ছিল রাজধানীর সিটি সেন্টার। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ মামুন তার কয়েকজন বন্ধুকে ফোন করে জানায় সে মেলায় যাবে। রাত সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সে বন্ধুদের সঙ্গে পর্যন্ত রাজপ্রাসাদের সামনে ঘোরাফেরা করে। কথা ছিল তার মাকে নিয়ে বের হবে। রাতে দেবজিত নামে তার এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গাড়ি করে বের হয়। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধ ও অর্ঘ্য নামে তাদের আরো দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়। রাতে একসাথেই তারা ঘোরাঘুরি করে বলে খবর। সকালে তারা যায় ঊষা বাজারে এক বন্ধুর বাড়িতে।

বন্ধুকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে। সেখান থেকে তারা চলে আসে ভগবান ঠাকুর চৌমুহনীতে। এখানেই তার মৃতদেহ মিলেছে। তার মুখ দিয়ে প্রচন্ড পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে অতিরিক্ত নেশা করার ফলে এই ঘটনা ঘটেছে।

১০ বছর উন্নয়নের সামনে শুধু প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা : প্রধানমন্ত্রী

আসানসোল, ১৭ এপ্রিল (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের সামনে শুধু প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন মমতা দিদি। ১০ বছর ধরে বাংলার মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন দিদি। শনিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের জনসভায় এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী এদিন বলেছেন, 'সাইকেল থেকে রেল, কাগজ থেকে স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম থেকে কাঁচ-দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই সমস্ত কারখানায় কাজ করতে মানুষ এখানে আসেন। দেখতে গেলে, আসানসোল মিনি ইন্ডিয়া। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষদের এখানে দেখা যায়। কিন্তু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের জন্য আসানসোল প্রভাবিত হয়েছে।' মমতাকে ''অহঙ্কারী'' আখ্যা দিয়ে মোদী বলেছেন, 'দিদির অহঙ্কার বেড়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের ডাকা কোনও বৈঠকেই দিদি যান না। বাংলার মানুষের হয়ে কথা বলার সময় নেই দিদির।'

এদিন জনসভার শুরুতেই মোদী বলেছেন, 'আমি নববর্ষের পরে প্রথম এলাম। এত বেশি লোক কোনও সভায় দেখিনি। চার দফার ভোটদান, দিদি-ভাইপো খান-খান। বাকি চার দফার ভোটদান, দিদি-ভাইপো টিকিট কাটান।' তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে ও আক্ষেপের সুরে মোদী বলেছেন, 'আসানসোল দেশের শিল্পনগরী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু, এত দিন ধরে আসানসোলে কয়লার মাফিয়া রাজ চলেছে।এই টাকা কার কাছে গিয়েছে সবাই জানে। রাজ্যে সবাইকে ভাইপো ট্যাক্স দিতে হয়। এই মাফিয়া রাজ খতম করতে পারে আপনাদের ভোট। ১০ বছর আপনাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন দিদি। বাংলার উন্নয়নের সামনে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাই এ বার বিজেপি-কে ক্ষমতায় আনুন। বিজেপি সোনার বাংলা গড়বে। বাংলায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে। দিদি আর তো ১ মাসও বাকি নেই। কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না।'

মোদী বলেছেন, 'দিদির অহঙ্কার বেড়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের ডাকা কোনও বৈঠকেই দিদি যান না। বাংলার মানুষের হয়ে কথা বলার সময় নেই দিদির। শুধু আমাকে খারাপ কথা বলাই নয়, দিদি কেন্দ্রীয় বাহিনী, জওয়ানদেরও খারাপ কথা বলছেন। আক্রমণ করছেন। কোচবিহারে ৫ জনের দুঃখজনক মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করেছেন দিদি। অডিয়ো টেপ সামনে এসেছে, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি দিদির পুরনো অভ্যাস।

সোমবার থেকে অসমের আটটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্ধ পাঠদান

গুয়াহাটি, ১৭ এপ্রিল (হি.স.) : অসমে দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ। প্রথম থেকে দ্বিতীয় ঢেউয়ের কোভিড পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে আগামী সোমবার (১৯ এপ্রিল) থেকে কয়েকটি জেলায় প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে বন্ধ থাকবে পাঠদান। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ শনিবার গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মিলনায়তনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, যে সব জেলায় কোভিড-আক্রান্তের সংখ্যা একশোর অতিক্রম করেছে, সে সব জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠন বন্ধ থাকবে। তিনি জানান, সে অনুযায়ী আগামীকাল থেকে থেকে আটটি জেলায় এই নির্দেশ বলবৎ হবে। তবে আগামী কাল যেহেতু রবিবার, তাই আগামী সোমবার থেকে এই আটটি জেলা যথাক্রমে কামরূপ মহানগর, কামরূপ গ্রামীণ, ডিব্রুগড়, নগাঁও, শোণিতপুর, কাছাড়, যোরহাট এবং তিনসুকিয়ায় এই নির্দেশ কার্যকর হবে।

সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকরা নিজ নিজ জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেবেন, জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আরও জানান, অন্য জেলার জেলাশাসকরা করোনা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১০০ অতিক্রম হলেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিতে পারবেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।